Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Srabon 18, 1433 Bangla, August 02, 2026, Sunday, No. 208, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, joint efforts by government and business community could bring positive changes to country's economy within next four to five years. (Jago News: 13)

Tarique Rahman has directed authorities to ensure round-the-clock operations at all ports across country to facilitate trade and speed up import and export activities. (R. Today: 22)

Information and Broadcasting Minister has said, enduring spirit of the Liberation War is embodied in the spirit of July's sacrifice. (Jago News: 11)

Education and Primary & Mass Education Minister has said there is no alternative to technical education for building a developed Bangladesh. (Jago News: 16)

BNP SG and LGRD & Cooperatives Minister has confirmed that BNP Standing Committee has authorised party Chairman & PM Tarique Rahman to finalise party's nominee for next presidential election. (R. Today: 22)

US Special Envoy for South and Central Asia, Sergio Gor has said a group of US investors will visit Dhaka soon to assess potential for investment in Bangladesh. (BBC: 06)

Industries are being forced to reduce production due to country's severe gas crisis. (Jago FM: 17)

US has made a mandatory, permanent visa bond programme for 50 countries, including Bangladesh. (DW: 08)

An Indian national has been arrested with gold at Shah Amanat International Airport in Chattogram. (Jago News: 14)

US media has reported that the US and Israel are preparing to launch major strikes on Iran's energy infrastructure this weekend. (NHK: 07)

Director: 44813046 | **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** | **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ১৮, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ০২, ২০২৬, রবিবার, নং- ২০৮, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

সরকার ও ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে কাজ করলে আগামী চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। (জাগো নিউজ: ১৩)

ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ এবং আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে দেশের সব বন্দর ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার নির্দেশ তারেক রহমানের। (রে. টুডে: ২২)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই বর্ধিত ও ধারাবাহিক প্রবাহ। (জাগো নিউজ: ১১)

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, উন্নত বাংলাদেশ গড়তে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। (জাগো নিউজ: ১৬)

বিএনপির স্থায়ী কমিটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী। (রে. টুডে: ২২)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গর বলেছেন, শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিনিয়োগকারী বাংলাদেশ সফরে আসবেন। (বিবিসি: ০৬)

দেশে গ্যাস সংকটের কারণে শিল্প-কারখানাগুলো উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। (জাগো নিউজ: ১৭)

বাংলাদেশসহ ৫০ দেশের জন্য স্থায়ী ভিসা জামানত চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। (ডয়েচে ভেলে: ০৮)

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সোনাসহ এক ভারতীয় নাগরিক গ্রেফতার। (জাগো নিউজ: ১৪)

মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মার্কিন প্রশাসন চলতি সপ্তাহান্তেই ইসরায়েলের সঙ্গে একত্রে ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে। (এনএইচকে: ০৭)

বিবিসি

চব্বিশের ৪ আগস্ট এক থানায় ১৫জন পুলিশ হত্যার পর কী হয়েছে?

"ছোটো ভাইকে ফোন করে বলেছিলাম, আমাদের থানা অ্যাটাক করেছে। আমি মনে হয় আর বাঁচবো না। সুযোগ নাই আমাদের বাঁচার। এটাই আমার শেষ কথা জীবনের। আমার সন্তানগুলো দেখে রাখিস। আমার সঙ্গে কথা হবে না আর। এই বলে আমি মোবাইলটা কেটে দিয়েছিলাম।" সিরাজগঞ্জে এনায়েতপুর থানায় ২০২৪ সালের চার আগস্টের হামলার দিনের ভয়াবহতা এভাবেই বর্ণনা করছিলেন বেঁচে যাওয়া পুলিশ আব্দুল মালেক। সেদিনের কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে আব্দুল মালেক বলেন, তিনি পরিবারের কাছ থেকে 'শেষ বিদায়' নিয়েছিলেন। আব্দুল মালেক প্রাণে রক্ষা পেলেও, এনায়েতপুরে ৪ আগস্টের হামলায় থানার অফিসার ইনচার্জসহ ১৫ জন পুলিশ সদস্য নিহত হন। এর মধ্যে ঘটনার দিন থানার আশাপাশে ১৩ জন পুলিশের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দু-জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নিহত একজনকে থানার পাশে বাজারে একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এনায়েতপুর থানায় হামলা-অগ্নিসংযোগের পর পুলিশ সদস্যদের অনেকে প্রাণ রক্ষায় থানার পেছনের দিক থেকে পালিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজে বের করে পুলিশ সদস্যের পিটিয়ে মারা হয়েছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। থানার পেছনের বাড়ির একজন সদস্য জানান, তারা ভয়ে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে ছিলেন। ওই বাড়ির ভেতর বাথরুমে লুকিয়ে থাকা পুলিশ সদস্যদের বের করে পিটিয়ে মারার পর এক পর্যায়ে ওই বাড়ির সামনে বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্যের মৃতদেহ জড়ো করা হয়েছিল। সেদিন এনায়েতপুর থানার বহু অস্ত্র-গুলি লুট হয়ে যায়। থানার তথ্য অনুযায়ী, ১৮টি রাইফেল, পিস্তল ও শটগানের মধ্যে এখনও ছয়টি অস্ত্র এবং অধিকাংশ গুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ ও স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, এনায়েতপুরে সেদিন সকালের দিকে ৫-৬ হাজার আন্দোলনকারী মিছিল নিয়ে থানায় এসেছিল। প্রথম দফায় পুলিশের অনুরোধে আন্দোলনকারীরা ফিরে যায়। পরে সাড়ে ১২টা, ১টার দিকে আবারও হাজারো মানুষ জড়ো হয়ে থানায় হামলা করে। এক পর্যায়ে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুঁড়েছিল। সেদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া তিনজন নিহত হয়েছিলেন। এনায়েতপুর থানার সামনে গত সাত-আট বছর ধরে মৌসুমে আখ বিক্রি করা একজন ব্যবসায়ী বিবিসি বাংলাকে বলেন, ৪ আগস্ট তিনি আখ নিয়ে থানার সামনেই ছিলেন। তিনি দেখেছেন, হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে থানার দিকে আসে। তারা হাসিনার পতনের স্লোগান দিয়েছিল বলে জানান তিনি। থানায় হামলা ও সংঘর্ষের শুরুর পরই তিনি আখ ফেলে সেখান থেকে নিরাপদে চলে গিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। আন্দোলনকারীদের তিনজন মৃত্যুর সম্পর্কে তিনি বলেন, দুপুরের পর তাদের মৃত্যু খবর তারা জানতে পেরেছিলেন। সেদিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে পুলিশ উপ-পরিদর্শক আব্দুল মালেক বলেন, "অনেক লোকজন। হাজার হাজার মানুষ। সবাই মারমুখী আচরণ। এসে সরাসরি থানায় আক্রমণ করেছে।" জুলাই আন্দোলনের সময় ওই থানা এলাকায় কোনো প্রাণঘাতী গুলি হয়নি বলেও দাবি করেন মি. মালেক। ঘটনার দিন এক পর্যায়ে টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ব্যবহার করা হয়। "যখন ভেতরে ঢুকে থানায় আক্রমণ করে, তখন। কিন্তু পরে আমরা আর কন্ট্রোল করতে পারি নাই। আমাদের ইচ্ছা ছিল না কাউকে গুলি করে মারবো। লাস্টেতো আমরা নিজেরাই শেষ হয়ে গেলাম। আমাদের যদি ইচ্ছা থাকতো, তাহলে আমরাতো থানার বাউন্ডারিতে ঢোকার আগেই দশ পনেরোটা ফেলায় দিতে পারতাম।" আব্দুল মালেক বলেন, সেদিন থানার পানির ট্যাংকির নিচে ওসি তদন্তসহ চারজন লুকিয়ে ছিলেন। পরে সন্ধ্যার দিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসে সেখান থেকে আহত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। ৪ তারিখের ঘটনার পরে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, এনায়েতপুর থেকে সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ৬ আগস্ট তাদেরকে লাশবাহী গাড়িতে কাফনের কাপড়ে মুড়ে নিতে হয়েছিল, বিবিসি বাংলাকে বলেন আব্দুল মালেক। "চিকিৎসকদের বলেছিলাম, আমি এখানে থাকবো না আমাকে ছেড়ে দেন। বলছিল, এ পরিস্থিতিতে যেতে পারবেন না। আমি বলছিলাম, স্যার আমারতো মৃত্যু হয়ে গেছে স্যার, শুধু বডিটা শুধু বেঁচে আছে। পরবর্তীতে আমাদের কয়েকজনকে লাশবাহী গাড়িতে সাদা কাফনের কাপড় পরায়ে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ সুপার অফিসে।"

অন্তঃসত্ত্বা কনস্টেবল মৃত্যুর গুজব

এনায়েতপুর থানায় হামলার দিন মোট ৫৭জন পুলিশ সদস্য নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। যার মধ্যে ৩ জন ছিলেন নারী কনস্টেবল। বেঁচে যাওয়া একজন নারী কনস্টেবল বিবিসি বাংলাকে বলেন, থানায় আগুন দেওয়ার সময় দু-জন নারী পুলিশ থানার ভেতর ছিল। এক পর্যায়ে তারা লুকিয়ে থাকতে না পেরে পেছন দিক থেকে স্থানীয় একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি এবং তার সঙ্গে থাকা পুলিশ সদস্যদের বেধড়ক পেটানো হয়। মারধরের এক পর্যায়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। সন্ধ্যার দিকে জ্ঞান ফিরে দেখেন, তিনি হাসপাতালে। সিরাজগঞ্জে নিহত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে একজন অন্তঃস্বত্ত্বা কনস্টেবল ছিল এমন আলোচনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এনায়েতপুরে অন্তস্বত্বা পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যুর যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, সেটি তার ঘটনা বলেও পরে বুঝতে পারেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ওই সময় তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন না। থানার ছয়জন নারী পুলিশের মধ্যে তিনজন নারী সেসময় মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলেন। হামলাকারীদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচাতে এক সহকর্মী কনস্টেবল তাকে অন্তঃস্বত্ত্বা হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। "আমার অনেক পেট ব্যথা হয়েছিল। পেটের ব্যথায় থাকতে পারছিলাম

না। আমাদের পুলিশের একটা ভাইয়া বলেছিল, ওর পেটে বাচ্চা আছে। যখন বলছিল, পেটে বাচ্চা তারা আমাকে বাঁচানোর জন্য কয়েকটার বাইরের ছেলে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। তারা শুধু বলতেছিল, তাকে মেরোনা, তার পেটে বাচ্চা আছে।" নারী পুলিশ সদস্যের ধারণা, ওই ছেলেরাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অন্তঃস্বত্ত্বা শোনার পরেও তাকে আঘাত করা এবং মারধর করা থামানো হয়নি। মারধরের এক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এবং সন্ধ্যার দিকে জ্ঞান ফিরলে তিনি নিজেকে হাসপাতালে দেখতে পান। "থানার বাইরে একটা বাড়িতে ছিলাম, ওইখানে আমাদের উপর আক্রমণ হয়। আমার পুরো শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। মাথায় সেলাই দিতে হয়েছিল।" কান্নাজড়িত কণ্ঠে নারী কনস্টেবল জানান, তাকে যিনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন, সেই পুলিশ কনস্টেবল রবিউল ইসলামকেও সেদিন পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

পুলিশ হত্যায় মামলা ও গ্রেফতার

এনায়েতপুরে পুলিশ হত্যার ঘটনায় ওই বছর ২৬ আগস্ট একটি হত্যা মামলা হয়, যেখানে ক্ষমতাচ্যুত দল আওয়ামী লীগের স্থানীয় চারজন নেতা এবং অজ্ঞাত ৫/৬ হাজার জনকে আসামি করা হয়। ওই মামলার এক নম্বর আসামি করা হয়েছিল এনায়েতপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আহম্মদ মোস্তফা খান বাচ্চুকে। তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায় মারা গেছেন। এনায়েতপুরে পুলিশ হত্যার এ মামলায় গ্রেফতার হয়ে সিরাজগঞ্জের আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন কারাগারে ছিলেন। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জের সাবেক এমপি ও মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস পুলিশ হত্যা মামলায় আসামি হিসেবে গ্রেফতার হয়ে এক বছরের বেশি সময় কারাগারে ছিলেন। সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, হত্যা মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে বলেও জানান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হাফিজুর রহমান। তিনি জানান, এনায়েতপুর হত্যাকাণ্ডের চারটি মামলা হয়েছিল, একটি পুলিশ হত্যা মামলা, বাকি তিনটি আন্দোলনকারী তিনজন। পুলিশ হত্যা মামলায় ৯জনকে এ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা সবাই ক্ষমতাচ্যুত এবং বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী কিনা- এ প্রশ্নে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দাবি করেন, মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক পরিচয় দেখা হয় না। এদিকে, এনায়েতপুরে পুলিশ হত্যার যে মামলাটি হয়েছে, সেই মামলার বাদি হিসেবে স্বাক্ষর আছে এসআই আব্দুল মালেকের। মামলার বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "রাষ্ট্র যেভাবে দেখে, সেটাই। আমার আর কী বলার আছে। আমি বলছিলাম, আমার শারীরিক অবস্থা ভালো না। কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে বলেন। মানসিকভাবে মর্মাহত ছিলাম। এজাহার ওনারা লিখেছিল। আমি বলছিলাম, স্যার আমার কী করা লাগবে বলেন। আমি স্বাক্ষরটা করেছিলাম।" ওই সময়ে বিভাগীয় পুলিশের দায়িত্বশীল পদে থাকা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, পুলিশের নাজুক পরিস্থিতি এবং চাপের মুখে মামলাটি রুজু করতে হয়েছিল। "ওই সিচ্যুয়েশনে চাপ সৃষ্টি করে মামলা রেকর্ড করা হয়। পুলিশ বাদি হয়ে মামলা হয়। স্থানীয় পুলিশ আমাকে বলেছিল, মামলা রেকর্ড করতে বাধ্য হইছি স্যার। ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েন," বলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৮.২০২৬ নারগীস)

সৌদি প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশের যোগ দেওয়ার অর্থ কী?

১৩টি দেশকে সঙ্গে নিয়ে সামরিক জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। যেখানে পাকিস্তান ও তুরস্কের পাশাপাশি রয়েছে বাংলাদেশের নামও। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ। অন্য বিকল্প রুট লোহিত সাগরেও মাঝেমধ্যে হামলা চালাচ্ছে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা। এমন অস্থির পরিস্থিতিতে বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষায় গঠিত নৌ সামরিক জোটে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের তাৎপর্য কী? সিদ্ধান্তটি কৌশলগত বলেই মত বিশ্লেষকদের। এর পেছনে জ্বালানি নিরাপত্তা, শ্রমবাজার, বাণিজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতার ভারসাম্যের জটিল হিসাবও জড়িত বলে তারা মনে করেন। সামরিক ও কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান পরিস্থিতিতে সামুদ্রিক প্রতিরক্ষায় বহুজাতিক জোট গঠনের এই সিদ্ধান্ত বেশ কৌশলী। এখানে লাভের পাশাপাশি ঝুঁকিও দেখছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে ইরানের সাথে সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে। তাদের মতে, এই জোটে যুক্ত হলে একদিকে যেমন ইরান এবং ইরান সমর্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। অন্যদিকে এখান থেকে বিরত থাকলে সৌদি আরবের সঙ্গেও সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হতে পারে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের মতো বিষয়ও রয়েছে।

বাব আল মান্দেব কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত শুরুর পর বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল পরিবহণের রুট হরমুজ প্রণালি বর্তমানে কার্যত অচল হয়ে রয়েছে। ইরান বারবার হুমকি দিয়েছে, প্রয়োজনে তারা এই প্রণালি বন্ধ করে দেবে। ফলে উপসাগরীয় দেশগুলো, বিশেষ করে সৌদি আরব বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করেছে। আর দেশটির হাতে সেই বিকল্প হলো লোহিত সাগর। সৌদি আরবের বেশিরভাগ তেল এখন লোহিত সাগর হয়ে রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু এখানেও নতুন সংকট। লোহিত সাগরে সৌদি ও তাদের মিত্রদের তেলবাহী জাহাজে মাঝেমধ্যেই ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। কয়েক সপ্তাহ আগে তারা বাব আল-মান্দেব প্রণালিতে কার্যত নৌ-অবরোধের ঘোষণাও দিয়েছে। যার ফলে ওই পথ দিয়েও নৌযান চলাচলের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। ভৌগোলিকভাবে

ইরিত্রিয়া, জিবুতি ও ইয়েমেনের মাঝখানে প্রায় ৩০ কিলোমিটারের একটি সরু চ্যানেল হলো বাব আল মান্দেব, যা লোহিত সাগরকে এডেন উপসাগর এবং সেখান থেকে ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত করেছে। বিশ্বের প্রায় ১০ থেকে ১২ শতাংশ সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এই পথ দিয়ে পরিবহণ করা হয়। হরমুজের পর এটিই বিশ্ব জ্বালানি পরিবহণের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুট। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে হরমুজ কার্যত বন্ধ, হুথিদের অবরোধের ঘোষণায় বাব আল মান্দেবও ঝুঁকিপূর্ণ- এই দুই চেকপয়েন্টে একসাথে অস্থিরতা মানে বিশ্ববাজারে তেলের দামে আরও অস্থিরতার শঙ্কা। আর তেলের দাম বাড়া মানেই বাংলাদেশের মতো আমদানি নির্ভর দেশের জন্য মুদ্রাস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রার চাপ। এই প্রেক্ষাপটেই 'বহুজাতিক সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা জোট' গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জোটের মূল লক্ষ্য বাব আল-মান্দেব প্রণালি, লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে নৌযান চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৌদি আরব ছাড়া এই জোটের বাকি ১৩ সদস্য হলো- তুরস্ক, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, মিশর, পাকিস্তান, জিবুতি, সোমালিয়া, বাংলাদেশ, ইয়েমেন, সুদান ও কোমোরোস। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান এই জোটে নেই।

বাংলাদেশ কেন এই জোটে?

সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের সামরিক সহযোগিতার ইতিহাস নতুন নয়। ১৯৯০ সালেও উপসাগরীয় যুদ্ধে সৌদি আরবের সুরক্ষায় সহযোগিতা করতে সেদেশে সেনা পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। এরপর যুদ্ধ শেষে কুয়েত পুনর্গঠনেও লজিস্টিক ও সেবামূলক কাজ করেছিল বাংলাদেশের সেনারা। ১৯৯০ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে বাংলাদেশের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ। সৌদি আরবের নেতৃত্বে বহুজাতিক সামুদ্রিক সামরিক জোটে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখছেন সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা। তিনি বলছেন, সৌদি আরব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো শ্রমবাজার। ২৫ লাখের বেশি বাংলাদেশি সেখানে কাজ করেন। ফলে সৌদির কোনো কৌশলগত অনুরোধে সাড়া না দিলে ভিসা, কোটা বা শ্রমবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে। "সৌদির সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অনুরোধে সাড়া দিতে হচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া বহুজাতিক জোটে অংশ নিলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আধুনিক নৌ-যুদ্ধ কৌশল, সাবমেরিন-বিধ্বংসী টহল, গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও যৌথ মহড়ার অভিজ্ঞতা পাবে। তুরস্ক, পাকিস্তান ও মিশরের মতো দেশের সাথে কাজ করার সুযোগ নৌ সক্ষমতা বাড়াবে বলেও মনে করেন মি. আহমেদ। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও দেখছেন এই বিশ্লেষক। তিনি বলছেন, লোহিত সাগরের ওপারেই আফ্রিকা মহাদেশ- এই জোটের মাধ্যমে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বাংলাদেশের জন্য নতুন রপ্তানি বাজার ও জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ তৈরি হতে পারে। আর লোহিত সাগর নিরাপদ থাকলে বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজগুলোও নিরাপদ থাকবে বলে মনে করেন তিনি।

ঝুঁকিও রয়েছে

সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জোটটি "সম্পূর্ণ রক্ষণাত্মক প্রকৃতির এবং এটি কোনো রাষ্ট্রকে লক্ষ্যবস্তু করবে না।" মূলত গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, যৌথ মহড়া, সমন্বিত টহল ও সমুদ্র যোগাযোগ স্বাভাবিক রাখতে কেবল জরুরি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালাবে এই জোট। তবে সৌদি নেতৃত্বাধীন এই সামরিক জোটে যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য বেশ কিছু ঝুঁকিও দেখছেন বিশ্লেষকরা। এক্ষেত্রে ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি হওয়ার বিষয়টিকে সবচেয়ে বড়ো করে দেখা হচ্ছে। সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র এবং ইরানের কট্টর প্রতিপক্ষ। এই জোট কার্যত সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র ব্লকের অংশ। তাই ইরান এটিকে কীভাবে দেখবে, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে। নৌবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা জে ইউ ভুঁইয়া বলছেন, "আমাদের যে-কোনো পদক্ষেপ ইরান মনে রাখবে। ইরান এই যুদ্ধে টিকে গেলে ভবিষ্যতে বড়ো শক্তি হবে। তখন আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।" এছাড়া, এটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন না হওয়ায় সক্রিয় সংঘাতপূর্ণ এই এলাকায় ইরান বা হুথিরা সৌদি নেতৃত্বাধীন যে-কোনো জোটকে টার্গেট করতে পারে। ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলছেন, "জীবন বাজি রেখে আমাদের নৌ সদস্যরা সেখানে যাবে। ১৯৯০ সালে সৌদিতে আমাদের বেইজগুলোকে ব্রিটিশরা এয়ার প্রটেকশন দিয়েছিল। এবার সেই নিরাপত্তা কে দেবে?" ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিয়েছে। সব পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। এখন সৌদি জোটে গেলে সেই নীতি কতটা ধরে রাখা যাবে, এই প্রশ্নও তুলছেন বিশ্লেষকরা।

ভারসাম্যই এখন মূল কৌশল

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতে গোটা পৃথিবীই এখন কূটনৈতিক দোটানায়। যদিও শুরু থেকেই কূটনৈতিকভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সতর্ক অবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। কোনো পক্ষের সরাসরি বিরোধিতা বা সমর্থন না করে সব পক্ষকে সংযত থাকার এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা। কিন্তু সমুদ্র নিরাপত্তা ইস্যুতে সৌদি আরবের সঙ্গে সামরিক জোটে যুক্ত হলে বাংলাদেশের জন্য নিজের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখা সম্ভব হবে কিনা, এই আলোচনাও সামনে আসছে। ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, "অনেক সুযোগ আছে, চ্যালেঞ্জ আছে, নিরাপত্তা ঝুঁকিও আছে। রাজনীতিক ও কূটনীতিকদের বিচক্ষণতার মাধ্যমে আমরা সফল হতে

পারি।" "ইরানকে বোঝাতে হবে যে, আমরা তাদের বিপক্ষে নই। আমরা যাচ্ছি শুধু সামুদ্রিক রুটের নিরাপত্তার জন্য। এই কৌশলগত অবস্থান তাদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া এই জোটের অংশ হয়ে বাংলাদেশ কী ভূমিকা রাখবে, ক্ষয়ক্ষতি হলে কে বহন করবে, সৈন্যদের বিমা ও সুযোগ-সুবিধা কী হবে- এই বিষয়গুলোর উত্তর জানাও জরুরি বলে মনে করেন তিনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, হরমুজের পর বাব আল-মান্দেবও যদি অস্থির হয়ে পড়ে, তাহলে বিশ্ব অর্থনীতি বড়ো ধাক্কা খাবে। সেই অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশেরও দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের কূটনৈতিক ভারসাম্য ও নিরাপত্তা যেন বিসর্জন না হয়, সেটিই এখন সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। "আমাদের মনে রাখতে হবে, মধ্যপ্রাচ্য সংকট আরও জটিল হচ্ছে। ইরান ও সৌদি- দুই দেশের সাথেই কূটনৈতিক চ্যানেল খোলা রাখতে হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ভূঁইয়া।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৮.২০২৬ নারগীস)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত সার্জিও গর ঢাকা সফরে কী বার্তা দিয়ে গেলেন?

তিনদিনের ঢাকা সফর শেষে বাংলাদেশ ছেড়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গর। শেষ দিন শনিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে বৈঠকও করেছেন মি. গর। বৈঠক শেষে সার্জিও গর সাংবাদিকদের বলেছেন, "শিগ্গিরই যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিনিয়োগকারী বাংলাদেশ সফরে আসবেন। সফরের সময় তারা সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাত পর্যালোচনা করবেন এবং কোথায় বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করবেন।" ওই বৈঠক শেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন বলেছেন, "বিনিয়োগের সুযোগ অনুসন্ধান এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারে আগামী সপ্তাহের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির প্রায় ৪৫ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফরে আসবেন। তারা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করবেন।" তিনদিনের এই সফরে মার্কিন এই কূটনীতিক কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প সফর করেন শুক্রবার। তারেক রহমানের সাথে শনিবারের বৈঠকে যে কারণে রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার তিনদিনের সফরে ঢাকায় আসেন মার্কিন এই কুটনীতিক। সফরের প্রথম দিনই তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথেও বৈঠক করেন। কূটনীতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক ছাড়াও তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই সফরটি। সাবেক রাষ্ট্রদূত সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন সরকার গঠনের পর অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রকাল ট্যারিফ বা এআরটির উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত এই অ্যাগ্রিমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কী ভাবছে বা কী করছে, সেটির মূল্যায়নও হয়ত তিনি করেছেন।"

আলোচনায় অর্থনীতি ও বাণিজ্য

তিনদিনের সফরের শেষ দিন শনিবার তেজগাঁওয়ের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে তারেক রহমানের সাথে বৈঠক করেন সার্জিও গোর। ওই বৈঠকে শেষে সেখান থেকে বের হয়ে গণমাধ্যমে সাথে খুব অল্প সময়ের জন্য কথা বলেন মি. গর। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে এই বৈঠক শেষে এ নিয়ে নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টও দেন মি. গর। সেখানে তিনি বলেন, "অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং দুই দেশের অংশীদারত্ব আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উভয় দেশের সামনে থাকা বিস্তৃত সুযোগ-সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তব ও ইতিবাচক ফল অর্জন সম্ভব।" বিকেলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে পাঠানো একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন বা এফডিএ-এর সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা হয়। মি. গোর আশ্বাস প্রদান করেন যে, বাংলাদেশে এফডিএ-এর পরীক্ষাকার্য পুনরায় শুরু করার বিষয়ে তিনি সহায়তা করবেন। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার সফরের প্রথম দিনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বিশেষ দূত যখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন, তারপর বাংলাদেশের জন্য জারি করা ভ্রমণ সতর্কতা বা ট্রাভেল অ্যাডভাইজরি হালনাগাদেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে। ইঙ্গিত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য বিদ্যমান ট্রাভেল অ্যাডভাইসারির ইতিবাচক সংশোধন করেছে।এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে যে, বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত।" সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির মনে করেন, এই ভ্রমণ সতর্কতা কমানোও একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত। তিনি বলছিলেন, "হয়ত যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বর্তমান পরিবেশ সম্পর্কে আস্থা পেয়েছে, সে কারণে ভ্রমণ সতর্কতা কমিয়েছে। তবে এটি ধরে রাখতে হলে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো আরো স্থিতিশীল হতে হবে।"

যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ কী শুধুই বিনিয়োগ?

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয় সেখানে বলা হয় এই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন কর্পোরেশন বা ডিএফসি-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তারেক রহমান

ওয়্যারহাউজিং, সয়াবিন, তুলা, গম এবং অন্যান্য কৃষি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের আহ্বান জানান বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব শাহাদাৎ স্বাধীন। মি. স্বাধীন জানান, একই সাথে তথ্যপ্রযুক্তি বা আইটি খাতের বিনিয়োগ নিয়েও বাংলাদেশের বিশেষ আগ্রহের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, এই খাতে বাংলাদেশে আগ্রহের জবাবে বিশেষ দূত মি. গর বলেছেন, এই খাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশ ভবিষ্যতে প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগের অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এ বিষয়ে তিনি উদ্যোগ নেবেন বলেও জানানো হয় বিবৃতিতে। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছিলেন, "বাংলাদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যথেষ্ট বিনিয়োগ পায়, তাহলে যে শঙ্কার জায়গাটি রয়েছে, সেটি আর থাকবে না।" এক্ষেত্রে টেকনোলজি বা আইটি সেক্টর, ব্লু ইকোনোমির মতো খাতগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিনিয়োগ আসতে পারে বলেও মনে করেন মি. কবির। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূতের এই সফরে শুধু বিনিয়োগই মূল জায়গায় নয় বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মি. কবির। তিনি বলছিলেন, "হয়ত এখানে যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বার্থের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার গঠনের পর অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রকাল ট্যারিফ বা এআরটি একটা উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই এআরটি নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কী ভাবছে, সেই মূল্যায়নও হয়ত তিনি করেছেন।" "সেক্ষেত্রে তার দেশের যদি কোনো পরামর্শ বা সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় থাকে, তাহলে সেটাও তিনি নিশ্চয়ই শেয়ার করেছেন," যোগ করেন তিনি।

আলোচনায় রোহিঙ্গা ইস্যু

তিনদিনের ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গর কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যান। সে সময় তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র এই শিবিরকে সহায়তা দিয়ে আসছে এবং বিশ্বজুড়ে আমাদের অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন তাদের সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।" পরদিন শনিবার যখন তারেক রহমানের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও আলোচনায় এসেছে এই বিষয়টি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "শনিবারের বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়েও আলোচনা হয়। বিশেষ দূত কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তার আগের দিনের সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান এবং মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জানান।" প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, "প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাকে (সার্জিও গরকে) বলেছেন, রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার অর্ধেকের বেশী অংশ যুক্তরাষ্ট্রের অবদান থেকে আসে। এ জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।" বিবৃতিতে বলা হয়, "এর জবাবে বিশেষ দূত মি. গর বাংলাদেশকে জানিয়েছে, রোহিঙ্গা সংকটের দ্রুত, টেকসই ও রাজনৈতিক সমাধানে আসিয়ান ও প্রতিবেশী দেশসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দেবেন তিনি।" শনিবার বিকেলে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকায় অবস্থানকালে বিশেষ দূত সার্জিও গর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ককে প্রভাবিত করা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একই সাথে তিনি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরও পরিদর্শন করেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

চলতি সপ্তাহান্তেই ইরানে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্রঃ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন

মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো শুক্রবার জানিয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রশাসন চলতি সপ্তাহান্তেই ইসরায়েলের সঙ্গে একত্রে ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে। এই প্রতিবেদনগুলোর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইরান ব্যাপক প্রতিশোধমূলক হামলার হুমকি দিয়েছে। সিবিএস নিউজ একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে, ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করে এযাবৎকালের অন্যতম কঠোর বোমা হামলার পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলাইন লেভিট এনএইচকে-কে দেয়া একটি মন্তব্যে বলেছেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া একটি সমঝোতা স্মারক ভঙ্গ করেছে, বাণিজ্যিক জাহাজে গুলি চালিয়েছে এবং মার্কিন সেনাদের হত্যা করেছে। তিনি এও বলেছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতে অর্থপূর্ণ হবে, এমন কোনো উপায়ে আলোচনায় না আসা পর্যন্ত ইরান এর মূল্য পরিশোধ করতে থাকবে।" ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের সাথে যোগসূত্র থাকা ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সি, একজন ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে শনিবার জানিয়েছে যে, আমেরিকার যেকোনো সম্ভাব্য বেপরোয়া আচরণের জবাব দিতে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে ইরান। (এনএইচকে ওয়েব পেজঃ ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

ইসরায়েলের লেবাননের ভূখণ্ড থেকে সরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই : নাবিহ বেরি

লেবাননের পার্লামেন্টের স্পিকার নাবিহ বেরি বলেছেন, ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর লেবাননের ভূখণ্ড থেকে বাস্তবে সরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। পার্সটুডে আল-আখবারের বরাতে জানিয়েছে, নাবিহ বেরি লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউনের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা উল্লেখ করে বলেন, "প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়টি স্পষ্ট করা, সব ধরনের প্রমাণই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, নির্বাচনের আগে ইসরায়েল লেবাননের ভূখণ্ড থেকে সেনা প্রত্যাহারের কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।" তিনি আরও বলেন, "লেবানন সরকার ও ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা শুরু থেকেই কার্যত মৃত ছিল। এখন আর কেউ এ চুক্তির কথা বলে না। ইসরায়েল চুক্তির শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সেটিকে কার্যত কবর দিয়েছে।" নাবিহ বেরি আরও বলেন, "বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার গুরুতর ঝুঁকির মুখে রয়েছেন।" এর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় লেবানন ও ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী একটি 'ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি' স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তিটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যকার সংঘাতের অবসান ঘটানো। ওয়াশিংটনে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা প্রত্যক্ষ আলোচনার পর এ চুক্তি সম্পন্ন হয়। তবে চুক্তিটি সমালোচনারও মুখে পড়েছে। সমালোচকদের মতে, চুক্তিটির আইনগত অবস্থান স্পষ্ট নয় এবং লেবানন থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচিও এতে উল্লেখ করা হয়নি। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০১.০৮.২০২৬ নারগীস)

আমরা কখনোই শত্রুর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করব না: ইরানে হামাসের প্রতিনিধি

ইরানে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের প্রতিনিধি প্রতিরোধের পথ অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "আমরা কখনোই শত্রুর কাছে আমাদের অস্ত্র সমর্পণ করব না।" আইআরআইবি নিউজ এজেন্সির উদ্ধৃতি দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইরানে হামাসের প্রতিনিধি খালেদ কুদুমি বৃহস্পতিবার রাতে ইরানের টেলিভিশনের একটি বিশেষ রাজনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠানে বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় অস্ত্র হচ্ছে প্রতিরোধের একটি বৈধ হাতিয়ার এবং পাশবিক ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অধীনে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের নিজেদের আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তেহরানে হামাসের প্রতিনিধি বলেন, ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী আলোচনার পক্ষে নয় এবং আলোচনাকে বিভ্রান্ত করতে তারা সব ধরনের বাধা সৃষ্টি করে; এমনকি তারা যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত তাদের প্রতিশ্রুতিও মেনে চলে না। হামাসের যুদ্ধক্ষমতা ও সামরিক শক্তি প্রসঙ্গে কুদুমি বলেন, "আল্লাহর রহমতে, আল-কাসসাম ব্রিগেড এবং অন্যান্য প্রতিরোধ ব্রিগেডের অবস্থা অত্যন্ত চমৎকার। এই বাহিনীগুলো এখনও পূর্ণ প্রস্তুত, শক্তিশালী, সুসজ্জিত, ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান এবং সক্রিয় রয়েছে।" তিনি উল্লেখ করেন, হামাসকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হওয়া এবং এর শক্তির কারণেই ইসরায়েল এখনও হামাসের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ২০২৩ সালের 'আল-আকসা ফ্লাড' বা আল-আকসা তুফান অভিযানকে একটি ঐতিহাসিক মোড় হিসেবে উল্লেখ করে কুদুমি বলেন, এটি অঞ্চল ও বিশ্বকে একটি নতুন রূপ দিয়েছে এবং পুরো বিশ্বের কাছে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত চেহারাকে একটি "ঘৃণ্য শিশুহত্যাকারী শাসকগোষ্ঠী" হিসেবে উন্মোচিত করেছে।

বিশ্বজুড়ে জনমতের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে কুদুমি ফিলিস্তিনের প্রতি অমুসলিম ও অনারব জাতিগুলোর সমর্থনের উল্লেখ করেন। তিনি লন্ডনে বিশাল সমাবেশ, আমেরিকায় ছাত্র আন্দোলন এবং ইউরোপীয় সমাজে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠীর কূটনৈতিক ও নৈতিক পরাজয়ের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আজ ইসরায়েল মানবতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং এটি অঞ্চল ও বিশ্বের প্রধান উত্তেজনার কারণ। তার মতে, আখ্যান পরিবর্তন এবং জনমতকে প্রভাবিত করা ক্ষেপণাস্ত্র ও সামরিক শক্তির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর আজ ইসরায়েল যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি একা হয়ে পড়েছে। বক্তব্যের আরেক অংশে ইরানের জনগণের প্রতিরোধ এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের ওপর এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে হামাস প্রতিনিধি বলেন, ইরানের জনগণ ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে, তাদের আসল শত্রু এবং ফিলিস্তিনিদের আসল শত্র একই অর্থাৎ এই ইসরায়েলি শাসকগোষ্ঠী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ফিলিস্তিনের আদর্শ রক্ষায় এবং প্রতিরোধকে সমর্থনে ইরানের জনগণের অব্যাহত উপস্থিতি একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরি করেছে, যা তেহরানকে এক শক্তিশালী গাজায় পরিণত করেছে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০১.০৮.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশসহ ৫০ দেশের জন্য স্থায়ী ভিসা জামানত চালু করছে যুক্তরাষ্ট্র

এই ব্যবস্থার আওতায় দেশগুলোর নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা বা পর্যটন ভিসার আবেদনের সময় ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত অর্থ জমা দিতে হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে। ৩ আগস্ট থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই জামানত বি১ ও বি২ ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ভিসা প্রদানের শর্ত হিসেবে জামানত জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট দেশে নিযুক্ত কনস্যুলার কর্মকর্তাদের থাকবে। এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত ৫০টি দেশের মধ্যে ৩০টিই আফ্রিকায় অবস্থিত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়া বন্ধ করার

লক্ষ্যেই এই নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৫ সালে চালু হওয়া পরীক্ষামূলক কর্মসূচির 'সাফল্যের' পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ স্থায়ী করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষামূলক কর্মসূচিতে ভিসা বন্ড ব্যবস্থাটি দর্শনার্থীদের ভিসার শর্ত মেনে চলা এবং অনুমোদিত অবস্থানের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দেশত্যাগ করতে উৎসাহিত করায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। পরীক্ষামূলক কর্মসূচিতে বন্ডের পরিমাণ পাঁচ হাজার থেকে ১৫ হাজার ডলার ছিল। নতুন নিয়মে সর্বনিম্ন ধাপটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সর্বোচ্চ বন্ডের পরিমাণ বাড়িয়ে ২০ হাজার ডলার করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার সমালোচকদের মতে, ভিসা বন্ডের এই শর্ত বৈধ ভ্রমণকারীদের নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ প্রবেশের ক্ষেত্রে বাড়তি বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অভিবাসন অধিকারকর্মীরা সাম্প্রতিক সময়ে নেওয়া অন্যান্য পদক্ষেপেরও সমালোচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ভিসা-সংক্রান্ত ফি বৃদ্ধি এবং আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাই-বাছাইয়ের পরিধি বাড়ানো। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রনি)

গালিগালাজ করা 'বাচ্চাদের ক্ষমা' করে দিয়েছেন মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যন্তর মন্তরে সাম্প্রতিক বিক্ষোভে যারা তাকে গালিগালাজ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বিক্ষোভকারীদের 'পথভ্রষ্ট শিশু' হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, শাস্তির পরিবর্তে তাদের সঠিক পথের দিশা দেখানো প্রয়োজন। শুক্রবার প্রকাশিত এই ভিডিও বার্তায় মোদী বলেন, কিছু বিক্ষোভকারী এমন ভাষা ব্যবহার করেছিল যা "কোনো সভ্য সমাজের জন্য শোভনীয় নয়" এবং তারা তাকে ও তার প্রয়াত মাকে লক্ষ্য করে গালিগালাজ করেছিল। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ পরবর্তীতে সরকারবিরোধী এক বড় আন্দোলনে রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বিতর্ক প্রসঙ্গে মোদী বলেন, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া বা তাদের "আদালতের চক্কর কাটাতে" বাধ্য করা পরিস্থিতির পরিবর্তনে কোনো সহায়তা করবে না। এর পরিবর্তে, তিনি পারস্পরিক বোঝাপড়ার আহ্বান জানান এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়ার জন্য সমাজের প্রতি অনুরোধ জানান। "এরা পথভ্রষ্ট সন্তান এবং তাদের সঠিক পথ দেখানো আমাদের দায়িত্ব," বলেন মোদী। তিনি তরুণদের নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। দেশের যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে তিনি বলেন যে, তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুক্রবারই পুলিশের কাছে একটি ভাইরাল ভিডিও নিয়ে অভিযোগ এসেছে, যেখানে বিক্ষোভের সময় এক জন তরুণীকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গালিগালাজ করতে দেখা গেছে। সেদিনই মোদী এই ভিডিওবার্তা দিলেন। ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই তরুণী পরে আরেকটি ভিডিওতে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন যে বিক্ষোভস্থলে তিনি অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিক্ষোভকারীদের 'চিহ্নিত করে' হয়রানির অভিযোগ

পুলিশের প্রতিবেদনে মেয়েটিকে ২৫ বছর বয়সি উল্লেখ করা হলেও ক্ষমা চাওয়ার ভিডিওতে মেয়েটিকে নিজের বয়স ১৫ বলতে দেখা গেছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া ককরোচ জনতা পার্টি- সিজেপি এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস প্রশ্ন তুলেছেন, "এই দেশে কবে থেকে অশালীন ভাষা ব্যবহার করা ফৌজদারি অপরাধ হয়ে গেল?" তিনি দাবি করেন, ৫০ শতাংশ সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তিনি অভিযোগ করেন, এই ধরনের ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের 'আলাদা করে চিহ্নিত করতে' এবং 'তাদের দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে' পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

মামলা বাড়লেও নিষ্পত্তি কম, আপিল বিভাগে বিচারপতি সংকট কাটছে না

দিন যত যাচ্ছে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যাও তত বাড়ছে। কিন্তু সে তুলনায় বাড়ছে না বিচারপতি কিংবা বেঞ্চের সংখ্যা। এতে দিন দিন তীব্র হচ্ছে মামলা জট। ভোগান্তি বাড়ছে বিচারপ্রত্যাশীদের। তবে এসব বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ বা তৎপরতার কোনো আলামত মিলছে না। আপিল বিভাগে বিচারক সংকট কাটছেই না। এতে নিষ্পত্তি কমে বাড়ছে মামলা। আবার আপিল বিভাগ থেকে সম্প্রতি বিচারপতি অবসরে যাওয়ার পর সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। তথ্য বলছে, বর্তমানে আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা প্রায় ৩৯ হাজার। গুঞ্জন রয়েছে, সংকট নিরসনে দ্রুত আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জট ও মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় বিচারকের সংখ্যা এমনভাবে বাড়ানো উচিত যেন আপিল বিভাগে তিন থেকে চারটি বেঞ্চ গঠন করা যায়। আপিল বিভাগের বিচারকাজ পরিচালনায় একটি বেঞ্চে কতজন বিচারপতি থাকবেন আইন ও সংবিধানে সেটির কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সংবিধান ও আইনে উল্লেখ না থাকলেও ডেকোরাম অনুযায়ী কমপক্ষে তিনজন বিচারক নিয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়। কখনো কখনো একজনের অসুস্থতা বা অনুপস্থিতির কারণে দুজন বিচারপতি নিয়েও বিচারকাজ চলে। জানা গেছে, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে একদিনে চারটি মামলার শুনানি হয়েছে। এরমধ্যে একটি নট টুডে ও আরেকটি আউট অব লিস্ট (কার্যতালিকা

থেকে বাদ) মর্মে আদেশ দেন আপিল বিভাগ। আইনজীবীদের দাবি, নতুন নিয়োগ দিয়ে বিচারপতি সংকট কমাতে হবে। মামলা নিষ্পত্তি বাড়াতে আপিল বিভাগে কয়েকটি বেঞ্চ গঠন করা প্রয়োজন। এখন একটি বেঞ্চ দিয়ে আপিল বিভাগের বিচারকাজ চলমান। এতে গুরুত্বপূর্ণ আপিল, সাংবিধানিক, ফৌজদারি, দেওয়ানি ও রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তিতে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘসূত্রতা।

আইনজ্ঞদের মতে, এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ আরও বাড়বে। মামলা জট কমাতে আপিল বিভাগে এ মুহূর্তে অন্তত ছয়-সাতজন বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন তারা। সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি ও যোগ্যতার বিষয়ে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ দেন। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ছাত্র-জনতার দাবির মুখে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও আপিল বিভাগের পাঁচজন বিচারপতি পদত্যাগ করেন। এরপর হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। ২০২৪ সালের ১২ আগস্ট আপিল বিভাগে চারজন বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়। তখন আপিল বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ছয়জনে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ আপিল বিভাগের এক নম্বর এজলাসে বিচারকাজ পরিচালনা করতেন। জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামকে প্রধান করে তিনজন বিচারপতির সমন্বয়ে আপিল বিভাগে আরেকটি বেঞ্চ গঠন করে দেন। ফলে তখন আপিল বিভাগের দুটি বেঞ্চে বিচারিক কাজ ও মামলার শুনানি চলতো।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

আয়নাঘরে হাত-মুখ বেঁধে রাখা হতো, আবার অনেককে হত্যাও করা হতো

রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত র‍্যাবের টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেল বা আয়নাঘরে অনেককে হাত-মুখ বেঁধে রাখা হতো। আবার অনেককেই হত্যা করা হতো বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি জানান, গুমের উদ্দেশে আনা ব্যাক্তিদের মধ্যে অন্তত ২৫০ জনের বেশি মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। শনিবার (১ আগস্ট) রাজধানীর উত্তরায় র‍্যাবের টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেল বা 'আয়নাঘর' পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা জানান। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে রাখা হয়েছিল। এরপর তাকে ভারতে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। আজকে যে আয়নাঘর পরিদর্শন করেছেন সেখানে ভিকটিমদের মধ্যে অন্যতম ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাসেম আরমান। তাকে এখানে রাখা হয়েছিল। তার বর্ণনা থেকে যে রুমটি অনুমান করেছি সে রুমটাও দেখেছি। চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত গুম-খুনের শিকার প্রায় আড়াই শতাধিক ব্যক্তির সন্ধান পাইনি তারা কোথায় কী অবস্থায় আছে। তার মধ্যে ইলিয়াস আলী ও সাজেদুল ইসলাম সুমন অন্যতম। তিনি আরও বলেন, এখানে মোট ২৯টি রুম। কী কারণে এগুলো বানানো হয়েছে। এটা অবশই সংশ্লিষ্ট আসামিদের ব্যাখ্যা দিতে হবে। এর আগে, র‍্যাবের টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেল বা 'আয়নাঘর' পরিদর্শন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর তিন বিচারক মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার, সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী, চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম, ফারুক আহাম্মদ, শাইখ মাহদীসহ আইনজীবীরা। বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর উত্তরায় র‍্যাব-১ সদর দপ্তরে থাকা গোপন এ বন্দিশালা পরিদর্শন করেন তারা। এখানে আরও উপস্থিত ছিলেন গুম কমিশনের সদস্য নুর খান লিটন ও গুমের শিকার সাজেদুল ইসলাম সুমনের বোন সানজিদা ইসলাম তুলি। গত ২১ জুলাই প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন ট্রাইব্যুনাল-১। ওইদিন র‍্যাব, ডিজিএফআই ও ডিবির গোপন বন্দিশালা বা 'আয়নাঘর' পরিদর্শনের আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামে বিদেশি পিস্তলসহ মাদককারবারি আটক

চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া থানার মিয়াখান নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, এক রাউন্ড গুলি ও ৬০০ পিস ইয়াবাসহ মো. সোহেল (৩১) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি-উত্তর)। শনিবার (১ আগস্ট) সিএমপির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আটকের বিষয়টি জানানো হয়। এর আগে শুক্রবার (৩১ জুলাই) সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে ময়দার মিল মোড় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। সিএমপির ডিবি (উত্তর) বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) আফতাব হোসেনের নেতৃত্বে টিম-৩১ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোহেলকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, তার ভাড়া বাসায় ইয়াবা ও একটি বিদেশি পিস্তল রাখা রয়েছে। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাকলিয়ার মিয়াখান নগরের জে.কে টাওয়ার (রফিক চৌধুরী বিল্ডিং) এলাকার ভাড়া বাসায় তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় শয়নকক্ষের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে থাকা একটি আইফোনের বক্স থেকে ৬০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং স্টিলের আলমারির ড্রয়ার থেকে ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি পিস্তল ও ৭ দশমিক ৬৫ মিলিমিটার ক্যালিবারের এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা আলামত জব্দ করা হয়েছে। আটক সোহেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আটক

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ; ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

জুলাইয়ের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই বর্ধিত প্রবাহ: তথ্যও সম্প্রচার মন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনারই বর্ধিত ও ধারাবাহিক প্রবাহ। স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী চেতনার জন্ম হয়েছিল, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান সেই চেতনাকেই নতুন প্রজন্মের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। শনিবার (১ আগস্ট) রাজধানীর রাওয়া ক্লাব মিলনায়তনে 'রিমেম্বারিং জুলাই ২০২৪' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। জুলাই ২৪ শহীদ পরিবার অ্যাসোসিয়েশন ও নাগরিক কণ্ঠ ফোরাম এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে যখনই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই জনগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান সেই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ প্রমাণ। তথ্যমন্ত্রী ইতিহাস বিকৃতকারীদের সতর্ক করে বলেন, ইতিহাসকে সাময়িকভাবে বিকৃত করার চেষ্টা করা গেলেও প্রকৃত ইতিহাস শেষ পর্যন্ত নিজস্ব সত্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, যারা মুক্তিযুদ্ধের কৃতিত্বের দাবি ব্যবহার করে একদলীয় শাসন, বৈষম্য কিংবা ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, ইতিহাস তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণ ও কোটা ব্যবসার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছিল উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানকেও কেউ যেন নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, জুলাইয়ের অর্জন কোনোভাবেই খণ্ডিত বা বিকৃত হতে দেওয়া যাবে না। এই আন্দোলনের শহীদ ও আহতদের যথাযথ পুনর্বাসন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলেও এর পাশাপাশি তাদের আত্মত্যাগের আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জুলাইয়ের আন্দোলনকে বাংলাদেশের পাহাড়-সমতল, বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ সব মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, গণতন্ত্র এবং মর্যাদার সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে বলেন, ধর্ম, ভাষা, জাতিসত্তা কিংবা পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি জুলাইয়ের চেতনার পরিপন্থি। মন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের সৌন্দর্য সংসদে যুক্তি, তর্ক ও বিতর্কের মধ্যেই বিকশিত হয়। কিন্তু যারা গণতান্ত্রিক বিতর্ককে রাজপথের সংঘাত কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভাজনের অস্ত্রে পরিণত করতে চায়, তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক প্রচারণা, বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা এবং কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত বর্তমান সরকার দলীয় সরকারের মতো নয়, বরং সমগ্র রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তরাধিকার ধারণ করেই বর্তমান সরকার গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে কাজ করছে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. তৌফিকুল ইসলামের (মিথিল) সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে সংসদ সদস্য (এমপি) চৌধুরী নায়াব ইউসুফ ও মাহমুদা হাবিবা, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হান্নান চৌধুরী, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবারের সদস্যরা বক্তব্য দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

আগামী সপ্তাহে ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫ শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতা

আগামী সপ্তাহের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ২৫টি শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪৫ জন শীর্ষ কর্মকর্তা ঢাকায় আসছেন। বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তারা। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গেও তাদের বৈঠক হবে। শনিবার (১ আগস্ট) বিকেলে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে মাহদী আমিন বলেন, আগামী সপ্তাহের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রায় ২৫টি শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৪৫ জন ব্যবসায়ী নেতা ও শীর্ষ নির্বাহী বাংলাদেশ সফরে আসবেন। এটি হবে বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। সফরকালে মার্কিন প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করবেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গেও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে শনিবার সকালে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গর। সেই সাক্ষাতের বিষয় তুলে ধরে মাহদী আমিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে এবং একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। গত প্রায় পাঁচ মাস ধরে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে, সেটিকেও তারা সাধুবাদ জানিয়েছে। মাহদী আমিন বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বহুমাত্রিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ককে কীভাবে আরও গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্কে রূপ দেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান

সৃষ্টিতে মার্কিন কোম্পানিগুলোর ভূমিকা, সরকার কী ধরনের নীতিগত সহায়তা দিতে পারে এবং আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থার প্রতিফলন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ট্রাভেল অ্যাডভাইজারিতেও দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগকারীসহ সবার আসার পথ সুগম ও উন্মুক্ত রয়েছে। সবাই যেন বাংলাদেশে এসে গণতান্ত্রিক যাত্রার মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া নতুন অর্থনৈতিক সুযোগগুলো অনুধাবন করতে পারেন, সেটিই সরকারের লক্ষ্য। মুখপাত্র আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক সম্পর্ক নতুন মাত্রায় পৌঁছাবে। এর ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আরও বেশি আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে, যা দেশে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। দেশের বহুমুখী সুযোগ-সুবিধাকে অংশীদারত্বের মাধ্যমে আরও এগিয়ে নেওয়া হবে। সংবাদ ব্রিফিংয়ে মাহদী আমিন আরও বলেন, গণতান্ত্রিক যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও সেভাবেই থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি তারা যে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছে, সে জন্য তাদের সাধুবাদ জানানো হয়। সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন, উপ-প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি এবং সহকারী প্রেস সচিব নাজমুল হক উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষ রেখেই এমপিদের জন্য পরিদর্শন কক্ষ

উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবনে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষ সংরক্ষিত রেখেই সংসদ সদস্যদের (এমপি) জন্য ‘পরিদর্শন কক্ষ’ স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে গত ২৯ জুলাই স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ২১ এপ্রিল ও ৬ মে জারি করা আগের নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় উপজেলাগুলোর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা পরিষদে একটি পরিদর্শন কক্ষ (ওয়াশরুম/শৌচাগারসহ) স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবনে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষসমূহ সংরক্ষিত রেখে ভবনের সুবিধাজনক স্থানে পরিদর্শন কক্ষ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করতে বলা হয়েছে। এর আগে গত এপ্রিলে স্থানীয় সরকার বিভাগ জানায়, বিভিন্ন সময়ে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপজেলা পরিষদে যান। কিন্তু নির্ধারিত কোনো কক্ষ না থাকায় তাদের উপজেলা চেয়ারম্যান অথবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষ ব্যবহার করতে হয়। এতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়মিত দাপ্তরিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদে উন্নতমানের আসবাবপত্রসহ একটি পরিদর্শন কক্ষ (ওয়াশরুম/শৌচাগারসহ) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ। নতুন উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স (কমপ্লেক্স/সমন্বিত ভবন) ভবনের নকশায়ও এ ধরনের একটি নির্ধারিত কক্ষ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরিদর্শন কক্ষ স্থাপনের ব্যয় উপজেলা প্রশাসনের এডিপি (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি), রাজস্ব খাত অথবা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অর্থ থেকে নির্বাহ করা যাবে বলেও আগের নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছিল। এর আগে জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, উপজেলায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের সময় সংসদ সদস্যদের বসার জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা হবে। সর্বশেষ নির্দেশনায় সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নে উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষ সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস ২০২৬’ পালন উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উদ্যোগে শনিবার (১ আগস্ট) সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজার কনফারেন্স রুমে আয়োজিত প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ‘তারুণ্যের শক্তি, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও আগামীর বাংলাদেশ।’ প্রতিযোগিতায় নবম থেকে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত রাজধানীর বিভিন্ন স্বনামধন্য স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। সংসদ সচিবালয়ের সচিব ব্যারিস্টার মো. গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন তিনি। সচিব তার বক্তব্যের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য স্বাগত জানান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সঠিক ভাষা চর্চা, সঠিক ব্যাকরণ, বাক্যের সঠিক ব্যবহার ও শুদ্ধ শব্দ চয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কোনো রকম টেনশন থেকে বিরত থেকে রচনার বিষয়বস্তুকে কঠিনভাবে উপস্থাপন না করে সহজ ভাষায় উপস্থাপনের কথা বলেন। মো. গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আগামী দিনে জাতীয় সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা হতে চাইলে নিজেকে ছোটবেলা থেকেই প্রস্তুত করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

সরকার ও ব্যবসায়ী একসঙ্গে কাজ করলে অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব

সরকার ও ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে কাজ করলে আগামী চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (১ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এই সভা আয়োজন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, তবে আমরা একসঙ্গে কাজ করলে সেগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, দেশের অর্থনীতির বিদ্যমান সমস্যাগুলো সরকার যেমন উপলব্ধি করছে, তেমনি ব্যবসায়ীরাও তা অনুধাবন করছেন। এসব সমস্যা সমাধানে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে এবং এ বিষয়ে সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। সরকারপ্রধান বলেন, আমরা সবাই স্বীকার করছি যে, অনেক সমস্যা আছে। সরকার নিশ্চয়ই এতটুকু প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, আমরা চেষ্টা করছি। সরকারের বয়স এখনো ছয় মাস হয়নি। এর মধ্যেই আমরা কয়েকবার বসেছি। প্রথমবার আপনাদের সঙ্গেই বসেছিলাম, পরে ফোরামের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। সেক্টরভিত্তিক সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি।

আগের বৈঠকের আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা যেসব সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন, সেসবের অনেকগুলোরই সমাধান হয়েছে। আজকের বৈঠকেও নতুন করে বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে এসেছে এবং সেগুলো নিয়েও কাজ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে আবারও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে সরকার। তার ভাষায়, আমরা যত বেশি বসতে পারবো, তত বেশি আপনাদের সমস্যাগুলো জানতে পারবো এবং সেগুলোর সমাধান করতে পারবো। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়েই কার্যকর সমাধান বেরিয়ে আসে। এ ধরনের সংলাপ অব্যাহত থাকলে আগামী চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বৈঠকে ব্যবসা সম্প্রসারণ, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং নতুন শিল্পায়নের পরিবেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উদ্যোক্তারা সহজ শর্তে ঋণ, নীতিগত সহায়তা এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করে তারা চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতিতেও সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় জানানো হয়, আগের বৈঠকে আলোচিত ২৮টি সমস্যা পর্যালোচনা করে ২১টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাকি সাতটি বিষয় এখনো প্রক্রিয়াধীন। এ সময় ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের রপ্তানি আয় ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার রূপরেখাও তুলে ধরেন ব্যবসায়ীরা। রপ্তানি বাড়াতে কূটনৈতিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেয় সরকার। বৈঠকে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, সড়ক, সেতু, রেলপথ ও নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ঢামেকের সিঁড়ির পাশে পড়ে ছিল অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মরদেহ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিঁড়ির পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৫০) এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে অচেতন অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ওয়ার্ড মাস্টার আইয়ুব আলী জানান, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে হাসপাতালের এক কর্মচারীর মাধ্যমে ওই নারীকে সিঁড়িতে পড়ে থাকার খবর পান তিনি। পরে পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিলে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে ওই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ওই নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। তার পরিচয় শনাক্তে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ক্রাইম সিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মতিঝিলে বোমা উদ্ধারের সঙ্গে মিরপুর-ফার্মগেটের ঘটনার যোগসূত্র নেই

রাজধানীর মতিঝিলে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে বোমা উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে মিরপুর-১০ ও ফার্মগেট মেট্রো স্টেশনের নিচ থেকে উদ্ধার হওয়া বোমা সদৃশ বস্তুর কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। শনিবার (১ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিটিটিসি প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ শামসুল হক এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, মতিঝিলে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকের ঘটনার সঙ্গে মিরপুর-১০ ও ফার্মগেটে উদ্ধার হওয়া বোমা সদৃশ বস্তুর কোনো ধরনের সম্পর্ক বা যোগসূত্র এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মিরপুর-১০ ও ফার্মগেটে কী পাওয়া গেছে, সাংবাদিকদের

এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনে পাওয়া ব্যাগে পান, জর্দাসহ কিছু সাধারণ জিনিসপত্র ছিল। সেখানে কোনো বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। আর ফার্মগেটে পাওয়া বস্তার মধ্যে ছিল পরিত্যক্ত ময়লা-আবর্জনা। তাই এ দুটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে বা কোনো অপরাধী চক্র জড়িত কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আমরা সব দিক খতিয়ে দেখছি। এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জঙ্গিবাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। মতিঝিলে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে শামসুল হক বলেন, ওই ঘটনায় পুলিশ, সিটিটিসি ও ডিবি যৌথভাবে কাজ করছে। নতুন কোনো তথ্য পাওয়া গেলে তা গণমাধ্যমকে জানানো হবে। বিভিন্ন স্থানে সিসিটিভি ফুটেজ না পাওয়া বা ক্যামেরা বন্ধ থাকার প্রশ্নে সিটিটিসি প্রধান বলেন, সিসিটিভি ফুটেজসহ সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ই তদন্তের আওতায় রয়েছে। তদন্ত শেষ হলে বিষয়গুলো পরিষ্কার হবে। রাজধানীজুড়ে বোমা আতঙ্কের বিষয়ে তিনি বলেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সন্দেহজনক কোনো বস্তু পাওয়া গেলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। তবে, গুজব বা অযথা আতঙ্ক ছড়ানো থেকে সবাইকে বিরত থাকতে হবে। তিনি বলেন, সিটিটিসির মূল দায়িত্ব সন্ত্রাসবাদ দমন। পাশাপাশি সাইবার, কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমসহ বিভিন্ন ইউনিট জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

এর আগে, সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, শনিবার মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশন ও ফার্মগেট এলাকায় বোমা সদৃশ বস্তু থাকার খবর পাওয়ার পরপরই সিটিটিসির বোম ডিসপোজাল ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অত্যাধুনিক সরঞ্জামের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যায়, উদ্ধার হওয়া বস্তুগুলো কোনো বিস্ফোরক নয়। মিরপুর-১০ স্টেশনে পাওয়া ব্যাগে পান, সুপারি, জর্দাসহ সাধারণ কিছু সামগ্রী ছিল। আর ফার্মগেটে পাওয়া বস্তার মধ্যে ছিল পরিত্যক্ত ময়লা-আবর্জনা। ফলে জননিরাপত্তার জন্য কোনো ধরনের হুমকি বা ঝুঁকির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এর আগে, মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে বিস্ফোরক সদৃশ বস্তু উদ্ধারের ঘটনাও সিটিটিসির বোম ডিসপোজাল ইউনিট পেশাদারিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে বলে জানান তিনি। কোনো ধরনের গুজব বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সন্দেহজনক কোনো বস্তু বা কার্যকলাপ দেখলে তা স্পর্শ না করে নিরাপদ দূরত্বে থেকে দ্রুত নিকটস্থ থানা, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করতে হবে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করারও আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

শাহ আমানতে ৪২৭ গ্রাম সোনাসহ ভারতীয় নাগরিক গ্রেফতার

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সোনাসহ তামিম আনসারি মোহাম্মদ আলী (৪২) নামে এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। শনিবার (১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টায় গ্রিন চ্যানেল অতিক্রম করার সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে, তিনি শারজাহ থেকে এয়ার আরাবিয়ার জি-৯৫২৬ ফ্লাইটে চট্টগ্রামে আসেন ওই যাত্রী। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিমানবন্দর কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) ও ডিজিএফআইয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ওই যাত্রীকে তল্লাশি করে এসব সোনা জব্দ করা হয়। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন। উদ্ধারকৃত সোনার পরিমাণ ৪২৭ গ্রাম। বাজারমূল্য প্রায় ৮১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৭৫ টাকা। ইব্রাহীম খলিল জানান, সোনা বহনকারী তামিম আনসারি ভারতের চেন্নাইয়ের তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। পেশায় ব্যবসায়ী এই ব্যক্তি নিয়মিত এই রুটে যাতায়াত করেন বলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। আটক ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে সোনা চোরাচালানের অভিযোগে নগরীর পতেঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে। পরে তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয় বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দরের এই কর্মকর্তা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

নতুন করে রেলের জমি লিজ নয়, বিদ্যমানগুলো পর্যালোচনা করে বাতিল হবে

নতুন করে রেলের কোনো জমি লিজ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন রেলপথ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ। একই সঙ্গে বর্তমানে থাকা লিজগুলো পর্যালোচনা করে যেখানে আইনি বাধা থাকবে না, সেখানে লিজ বাতিল করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। শনিবার (১ আগস্ট) বিকেলে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। রেল প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার এরইমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন করে রেলের কোনো জমি লিজ দেওয়া হবে না। বর্তমানে যেসব লিজ রয়েছে, সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা হবে। আইনি জটিলতা না থাকলে সেগুলো বাতিল করে জমি পুনর্গঠন করা হবে। রেলের অনেক জায়গায় সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনাও রয়েছে। চট্টগ্রামে রেলের জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ এবং কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এসব স্থাপনা ভাড়া দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে এবং কোনো অনিয়মের অভিযোগ এলে তা তদন্তের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। রেলের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান ব্যবস্থায় দলীয়করণের সুযোগ নেই। এরপরও কোথাও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম ও

ঢাকা-কক্সবাজার রুটে যাত্রীসেবা বাড়াতে সরকার কাজ করছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত নতুন কর্ড লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার কমবে এবং ভ্রমণ সময় প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট হ্রাস পাবে। পাশাপাশি ঢাকা-কক্সবাজার রুটেও ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এ সময় রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামের ৫ উপজেলাকে মাস্টারপ্ল্যানের আওতায় আনছে সিডিএ

চট্টগ্রামের পাঁচ উপজেলা—পটিয়া, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, হাটহাজারী ও রাউজানকে মাস্টারপ্ল্যানের আওতায় আনছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)। শনিবার (১ আগস্ট) বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সিডিএ চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. বেলায়েত হোসেন। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার খসড়া মহাপরিকল্পনার ওপর জনগণের মতামত গ্রহণ উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সিডিএ। সংবাদ সম্মেলনে মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সিডিএ চেয়ারম্যান। এ সময় প্রকল্পের অগ্রগতি, জনমত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। সভায় সিডিএ চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. বেলায়েত হোসেন জানান, পরিকল্পিত, টেকসই ও আধুনিক মহানগরী হিসেবে চট্টগ্রামকে গড়ে তুলতে 'চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টারপ্ল্যান (২০২৫-২০৫০)' এর খসড়ার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। রোববার (২ আগস্ট) থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬০ দিন নাগরিকদের মতামত ও আপত্তি গ্রহণ শেষে পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হবে।
সিডিএ জানিয়েছে, ২০২৫ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত মেয়াদি এই মহাপরিকল্পনায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডসহ পার্শ্ববর্তী পৌরসভা ও উপজেলার প্রায় এক হাজার ২৫৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে তিন হাজার ৫৮৭ কোটি ৮৮ লাখ টাকা, যা সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৯০ শতাংশ। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে। মহাপরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার, পরিবহন, জলাবদ্ধতা নিরসন, পরিবেশ সংরক্ষণ, আবাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ মোট ১৯টি খাতে ২৭৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে পরিবহন খাতে ১০১টি এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে ২১টি প্রকল্প রয়েছে। সিডিএ জানায়, জনমত গ্রহণের জন্য নাগরিকরা ২ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চউক ভবনে সরাসরি উপস্থিত হয়ে অথবা ডিজিটাল ওয়েব-জিআইএস (Web-GIS) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মতামত ও আপত্তি জানাতে পারবেন। পরিকল্পনায় নগরীর ওপর চাপ কমাতে 'পলিকেন্দ্রিক গ্রোথ মডেল' বাস্তবায়নের পাশাপাশি কর্ণফুলী টানেলকে কেন্দ্র করে 'ওয়ান সিটি টু টাউন' ধারণা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আনোয়ারার জন্য পৃথক অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান রাখা হয়েছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে নগর এলাকায় ৩০ দশমিক ৪ কিলোমিটার এবং বৃহত্তর এলাকায় ১১১ দশমিক ৩ কিলোমিটার নতুন খাল খননের প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া ভূমি মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে 'ট্রান্সফার অব ডেভেলপমেন্ট রাইটস (টিডিআর)', 'গাইডেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' ও 'ট্রাইপার্টাইট মডেল' ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

চলতি মাসেই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বসছে এআই ক্যামেরা

চলতি মাসেই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সড়ক নিরাপত্তা জোরদার ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন রোধে বসছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) ক্যামেরা। এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় জরিমানা কার্যক্রম চালু করা হবে। এমনটি জানিয়েছেন হাইওয়ে পুলিশের প্রধান অতিরিক্ত আইজি ফারুক আহমেদ। শনিবার (১ আগস্ট) হাইওয়ে পুলিশ জানায়, কুমিল্লা সার্কিট হাউজে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় হাইওয়ে পুলিশের প্রধান এ তথ্য জানান। অতিরিক্ত আইজিপি ফারুক আহমেদ বলেন, এআই প্রযুক্তিনির্ভর ক্যামেরার মাধ্যমে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা শনাক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জরিমানার ব্যবস্থা করা হবে। এর মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে, চালকদের মধ্যে আইন মেনে চলার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এর আগে, একই দিন তিনি কুমিল্লা অঞ্চলের নিমসার বাজার এলাকায় সরেজমিনে যানজট পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। পরে কুমিল্লা সার্কিট হাউজে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, এলজিইডি এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিমসার বাজারের যানজট নিরসনে করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এদিন দুপুরে হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়নের কর্মকর্তা ও সদস্যদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আরেক মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত আইজিপি ফারুক শৃঙ্খলা, পেশাদারত্ব, জনবান্ধব পুলিশিং, মহাসড়কে যানজট নিরসন, ডাকাতি প্রতিরোধ এবং নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে দিক-নির্দেশনা দেন। পরে বিকেলে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় মহাসড়কে যানজট নিরসন, ডাকাতি প্রতিরোধ, সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

বিশ্বশান্তিতে সর্বজনীন মানবিক দর্শন জরুরি: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের সবচেয়ে বড় ভিত্তি হলো তার দর্শন। একটি সুস্পষ্ট দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষ প্রকৃত অর্থে তার মানবতা ও সভ্যতার চর্চা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে না। শনিবার (১ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে বাংলাদেশ ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, মানুষ যখন জীবনধারণের মৌলিক সংগ্রামের বাইরে চিন্তা করার অবকাশ পেয়েছে, তখন থেকেই তার মধ্যে 'আমি কোথা থেকে এসেছি' এবং 'কোথায় যাব' এই মৌলিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। সেই অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতায় দর্শনের জন্ম হয়েছে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্ম দর্শনচর্চার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই মানবকল্যাণের শিক্ষা থাকলেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও মতধারার কারণে দার্শনিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। সনাতন ধর্মে যেমন নানা দর্শনের বিকাশ ঘটেছে, তেমনি ইসলামেও বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ব্যাখ্যার অস্তিত্ব রয়েছে। এ বাস্তবতা প্রমাণ করে যে মানবসভ্যতায় দর্শনের চর্চা একটি চলমান ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। তিনি বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করতে মানবতা, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন দর্শনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, পৃথিবীর যে কোনো সংকটের সমাধান অনেকাংশেই নির্ভর করে সমস্যাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। যে ব্যক্তি বা সমাজ মানবিক দর্শন ধারণ করে, তারা সংকটের গঠনমূলক সমাধান খোঁজে; আর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিভাজন ও সংঘাতকে দীর্ঘস্থায়ী করে। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী শান্তির যে সংকট চলছে তার সমাধানে চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে একটি অভিন্ন দার্শনিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

গতানুগতিক শিক্ষার ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণের ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, উন্নত বাংলাদেশ গড়তে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। শনিবার (১ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণসভা ও সৃজনশীল শিক্ষার্থী সম্মাননা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। প্রবাসীকর্মীরা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। তাদের যদি আমরা দক্ষ করে বিদেশে পাঠাতে পারি, তাহলে আমাদের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে। এজন্য কারিগরি শিক্ষায় আরও অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা দেশে আরও চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করতে যাচ্ছি। ড. এহছানুল হক মিলন বলেন, জুলাই এমন একটি মাস, যা এ দেশের মানুষের স্মৃতিপট থেকে কখনো হারিয়ে যাবে না। ফ্যাসিস্ট দল আওয়ামী লীগ এ দেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে আমাদের নবপ্রজন্ম সেখান থেকে দেশকে ফিরিয়ে আনে। শত শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এ বাংলাদেশকে নতুন করে ফিরে পেয়েছি। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের আরও উদ্ভাবনী সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। ভবিষ্যতে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে তাদের কাজ করতে হবে। ঢাকা সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মো. মুস্তাফিজুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য সানজিদা ইসলাম তুলি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল খায়ের মো. আক্কাস আলী, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রুহুল আমিন প্রমুখ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

তারেক রহমানের নেতৃত্বে স্থিতিশীলতার পথে বাংলাদেশ: মার্কিন বিশেষ দূত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ দূত সার্জিও গর। শনিবার (১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে সার্জিও গর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তার নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে। এর ইঙ্গিত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য বিদ্যমান ট্রাভেল অ্যাডভাইজরির ইতিবাচক সংশোধন করেছে। তার ভাষ্য, এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে যে বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। আগামী মাসে ইউএস–বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের একটি প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফর নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা হয়। সার্জিও গোর আশ্বাস দেন, বাংলাদেশে এফডিএর পরীক্ষাকার্য পুনরায় শুরু করার বিষয়ে তিনি সহায়তা করবেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন করপোরেশনের (ডিএফসি) মাধ্যমে

বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় হয়। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। জবাবে বিশেষ দূত বলেন, বাংলাদেশে ডিএফসির বিনিয়োগ সহযোগিতা সম্প্রসারণে যুক্তরাষ্ট্র ইতিবাচকভাবে কাজ করবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানান, ঢাকায় মার্কিন বিনিয়োগকারীরা শিগগির একটি 'ইউএস ইনভেস্টর সামিট' আয়োজন করতে আগ্রহী এবং এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে তিনি নিজেও কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী ওয়্যারহাউজিং, সয়াবিন, তুলা, গম এবং অন্যান্য কৃষি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এসব খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগে বাংলাদেশের বিশেষ আগ্রহের কথাও উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে সার্জিও গোর বলেন, এ খাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

স্টেশনে গিয়ে জনসাধারণের কাছে রেলওয়ের সমস্যা শুনলেন মন্ত্রী

সিলেট-জাফলং রেলসড়ক নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে সিলেট সফরকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। শনিবার (১ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে সিলেটগামী আন্তঃনগর পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছালে স্টেশনটি পরিদর্শন করা হয়। এসময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেনসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। পরে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী কমলগঞ্জের ভানুগাছ রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনটি কিছু সময় দাঁড়ালে স্থানীয় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে রেলওয়ের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন এবং তা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। স্টেশন পরিদর্শনকালে মন্ত্রী সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। মন্ত্রীর সফরসূচি অনুযায়ী, যাত্রাপথে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনের পর থেকে সিলেট পর্যন্ত সকল স্টেশন এবং রেললাইনের সমস্যা সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

গ্যাস নিতে ফিলিং স্টেশনেই 'দিনপার', চুলা জ্বলে না বাসায়

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় তীব্র গ্যাস সংকট অব্যাহত। আবাসিক গ্রাহক, সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও শিল্পকারখানা- সবখানেই গ্যাসের স্বল্পচাপে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে। দিনের বেশিরভাগ সময় গ্যাসের চাপ না থাকায় বাসাবাড়িতে রান্না করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়ায় অনেক সিএনজি স্টেশন আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হচ্ছে। শিল্পকারখানাগুলোও প্রয়োজনীয় গ্যাসচাপ না পেয়ে উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। শনিবার (১ আগস্ট) রাজধানীর মিরপুর, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, রামপুরা, বাড্ডা, খিলগাঁও, যাত্রাবাড়ী, পুরান ঢাকা, উত্তরাসহ বিভিন্ন এলাকায় বাসাবাড়ির চুলায় গ্যাসের চাপ এতটাই কম যে একটি খাবার (ভাত বা তরকারি) রান্না করতেই কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। এ অবস্থায় অনেক পরিবার সকালে রান্না করতে না পেরে গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। অনেকে বাধ্য হয়ে বৈদ্যুতিক হিটার, রাইস কুকার কিংবা এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করছেন। এতে সংসারের ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি বিদ্যুতের ওপরও অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। গ্যাস সংকটের কারণে রাজধানীর অনেক সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ বা সীমিত আকারে চলছে। যেসব স্টেশনে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে ভোর থেকে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করছেন চালকরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও অনেকেই গ্যাস নিতে পারছেন না। এতে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যক্তিগত গাড়ির চালকদের আয় কমে যাচ্ছে, পাশাপাশি যাত্রীদেরও ভোগান্তি বাড়ছে। বাড্ডার বাসিন্দা নাজনীন বলেন, গ্যাসের চাপ একেবারেই কম। লাইনে যে পরিমাণ গ্যাস আসে তাতে রান্না করা কষ্টকর হয়ে যায়। রান্না করতেই দীর্ঘসময় পার হয়ে যায়। অনেক দিন ধরে এই ভোগান্তিতে আছি। রাজধানীর লালবাগে কথা হয় সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক আজিজুরের সঙ্গে। তিনি বলেন, পাম্পে গ্যাস পাই না। সিরিয়ালে বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টার। আমাদের আয় অনেক কমে গেছে। গ্যাস নিতেই দিনের অধিকাংশ সময় পার হয়ে যায়। শিল্পাঞ্চলগুলোতেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। গ্যাসচাপ কম থাকায় অনেক কারখানায় বয়লার চালানো যাচ্ছে না। কোথাও উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসেছে, আবার কোথাও সীমিত সক্ষমতায় উৎপাদন চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শিল্প মালিকরা বলছেন, দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলতে থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানি আদেশ সময়মতো সরবরাহ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

সংসদের বিষয়কে রাজপথে এনে অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টা চলছে: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাতীয় সংসদই রাজনৈতিক বিতর্ক, মতবিনিময় ও সমস্যার সমাধানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। সংসদের ছোটখাটো বিষয়কে রাজপথে এনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি তৈরির অপচেষ্টা চলছে। সংসদের পরিবর্তে রাজপথকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক না। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে আমরা যখন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চা করতে চাই এবং জাতীয় সংসদকে একটি কার্যকর সংসদীয় সংস্কৃতির ধারায় এগিয়ে নিতে চাই, তখন দেখা যায় কেউ কেউ সংসদের চেয়ে রাজপথকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। শনিবার (১ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজেএ) ও 'আমরা বিএনপি পরিবার'-এর যৌথ উদ্যোগে 'ফ্যাসিবাদের ১৫ বছর ও

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান' শীর্ষক ফটো অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন এবং বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, সরকার ষড়যন্ত্রের গভীরতা সম্পর্কে সচেতন। তবে দায়িত্বশীল সরকার হিসেবে তারা উত্তেজনা নয়, বরং গঠনমূলক সমাধানেই বিশ্বাসী। তিনি বলেন, আমরা বুঝি বলেই দায়িত্বশীল আচরণ করি, অভিভাবকের ভাষায় কথা বলি। সংসদের ছোটখাটো বিষয়কে রাজপথে এনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি তৈরির অপচেষ্টা চলছে। প্রতিক্রিয়াশীল ও উসকানিমূলক বক্তব্য কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মানুষের ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং একটি স্বাধীন, স্বনির্ভর ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সেই আন্দোলনের পর্ব শেষ হয়েছে। এখন দেশ গঠনের সময়। তিনি বলেন, এখন আমাদের প্রধান দায়িত্ব দেশ গড়া। যারা সমস্যা তৈরি করবে, তাদের সঙ্গে প্রথমে গঠনমূলকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। তবে রাষ্ট্র, দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রয়োজনে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও পিছপা হবে না। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আরও বলেন, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে আলোকচিত্র গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কাজ করবে। এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গণতন্ত্র ও আন্দোলনের ইতিহাস জানতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান, এমপি। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী বলেন, গত ১৭ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এই আন্দোলনের ত্যাগ, নির্যাতন ও আত্মদানের বাস্তব চিত্র তিন দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে ফুটে উঠেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

কুয়াকাটায় বাড়ছে পর্যটকের ভিড়, স্বস্তিতে ব্যবসায়ীরা

দীর্ঘ সময় পর্যটক সংকটে ভোগার পর আবারও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেতে শুরু করেছে দেশের অন্যতম সমুদ্রসৈকত পটুয়াখালীর কুয়াকাটা। সবশেষ সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার (৩১ জুলাই) ও শনিবার (১ আগস্ট) কয়েক মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পর্যটকের আগমন লক্ষ্য করা গেছে। এতে নতুন আশার আলো দেখছেন পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। তাদের প্রত্যাশা, সৈকতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পর্যটকবান্ধব সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা হলে আগামী মৌসুমে পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়বে। সাধারণত অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়কে কুয়াকাটার পর্যটন মৌসুম হিসেবে ধরা হলেও পদ্মা সেতু চালুর পর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারা বছরই পর্যটকদের আগমন বাড়তে শুরু করেছে। ফলে মৌসুমি নির্ভরতা অনেকটাই কমেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কুয়াকাটার মূল সমুদ্রসৈকতের পাশাপাশি লেম্বুরবন, গঙ্গামতি, চর বিজয়, ঝাউবাগান, মিশ্রীপাড়া, রাখাইন মার্কেটসহ আশপাশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানও এখন পর্যটকদের কাছে সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসব স্পটে ঘুরতে গিয়ে পর্যটকেরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার কুয়াকাটার আবাসিক হোটেলগুলোর প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কক্ষ বুকিং ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগের তুলনায় এটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি বলে জানিয়েছেন হোটেল মালিকরা। সামনে পর্যটন মৌসুমকে ঘিরে ইতোমধ্যে হোটেল-রিসোর্টগুলো সংস্কার, পরিচ্ছন্নতা এবং সেবার মান উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে। হোটেল খান প্যালেসের ব্যবস্থাপক মো. সাকুর বলেন, দীর্ঘদিন ব্যবসা খুবই ধীরগতিতে চলেছে। তবে গত কয়েকটি সাপ্তাহিক ছুটিতে পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। সামনে মৌসুমকে সামনে রেখে হোটেলের কক্ষ সংস্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সেবার মান উন্নয়নের কাজ করছি। সৈকতের ব্যবসায়ী মো. মামুন আকন বলেন, পর্যটক বাড়লে আমাদের ব্যবসাও সচল হয়। গত কয়েক মাসের তুলনায় এবার ছুটির দিনে ভালো বেচাকেনা হয়েছে। যদি পর্যটকদের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয় এবং সৈকত পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তাহলে পর্যটকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

বগুড়ায় ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ৪

বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (১ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কাজীপাড়া বউবাজার এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চারজনের মধ্যে একজনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তিনি হলেন ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালি থানার রাঘবপুর গ্রামের তৈয়ব আলীর ছেলে লুৎফর রহমান (৫০)। নিহত অন্য ব্যক্তিদের পরিচয় উদঘাটনের চেষ্টা চলছে। তারা সবাই মাছের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং পিকআপটির আরোহী। জানা গেছে, নওগাঁ থেকে বগুড়াগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা মাছবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়দের তথ্যমতে, একটি বাসকে অতিক্রম করতে গিয়ে পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারালে চারমাথা দিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে এর জোরালো ধাক্কা লাগে। এতে পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বগুড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা এবং কাহালু থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পিকআপের ভেতর আটকে পড়া মরদেহগুলো উদ্ধার করে। দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী নূর আলম বলেন, কাজীবাড়িতে থাকার সময় বিকট শব্দ শুনে আমরা কাজীপাড়া বউবাজারের দিকে ছুটি। এসে দেখি একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে মাছের ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত পিকআপটি উল্টো দিক থেকে আসা ট্রাকের মুখোমুখি পড়ে যায়। সজরে ধাক্কায় পিকআপে থাকা চারজনই ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে

গাড়ি কেটে মরদেহ বের করে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বগুড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মো. রফিকুজ্জামান বলেন, সংবাদ পেয়ে ১০টার দিকে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। সেখানে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপে থাকা চারজনই মারা যান। এর মধ্যে দুজনের মরদেহ দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়ির ভেতরে আটকে ছিল। পরে গাড়ি কেটে তাদের উদ্ধার করে কাহালু থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে অপর ট্রাকের কারো কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন ৫ আগস্ট

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর আগামী বুধবার (৫ আগস্ট) উদ্বোধন করা হবে। সকাল ৯ টায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাদুঘর উদ্বোধন করবেন। শনিবার (১ আগস্ট) সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর) দীপংকর বিশ্বাস জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান। এর আগে জাদুকর উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সময় চেয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ৫ আগস্ট উদ্বোধনের জন্য সময় দিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত হলেও এখনো জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়নি। উদ্বোধনের পর এটি সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস, শহীদদের আত্মত্যাগ এবং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের লক্ষ্যে গণভবনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর। জাদুঘরটি উদ্বোধনের ঘোষণা এর আগেও একাধিকবার দেওয়া হয়েছিল। অন্তবর্তী সরকারের সময়ে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাদুঘর পরিদর্শন করে দ্রুত চালুর নির্দেশনা দিয়েছিলেন। পরে তৎকালীন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট উদ্বোধনের ঘোষণা দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। এদিকে, জাদুঘরের ৯৬টি পদে জনবল নিয়োগের জন্য গত ২৯ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও পাঁচ মাসেও নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অতিরিক্ত দায়িত্বে কাজ করছেন। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্থায়ী নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জাদুঘরে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আলোকচিত্র, ভিডিও, দলিল-দস্তাবেজ, শহীদদের স্মৃতিচিহ্ন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থী, গবেষক ও ইতিহাস-আগ্রহীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি, গাইডেড ট্যুর এবং অনলাইনে টিকিট সংগ্রহের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই আন্দোলন কারও একার কৃতিত্ব নয়: আতিকুর রহমান রুমন

ফ্যাসিবাদবিরোধী জুলাই আন্দোলন কোনো ব্যক্তি বা একক দলের কৃতিত্ব নয়, বরং দেশের গণতন্ত্রকামী সব মানুষের সম্মিলিত অবদানের ফল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। তিনি বলেন, এ আন্দোলনের কৃতিত্ব এককভাবে দাবি করে অন্যদের খাটো করার অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত। শনিবার (১ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'বুলেটের মুখে বাংলাদেশ, ফ্যাসিবাদের হলো শেষ' শীর্ষক আলোচনা সভা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'আমরা বিএনপি পরিবার' এবং বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজেএ) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। আতিকুর রহমান রুমন বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে কারাবরণ করেছেন এবং নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করেছেন। একইভাবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং দীর্ঘ দেড় দশক নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু তারা কখনো ব্যক্তিগত ত্যাগকে সামনে এনে নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করেননি। তিনি বলেন, নিজেকে জাহির করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। বিএনপি কখনো বলেনি যে, তারাই একাই সব করেছে। যারা আজ একক কৃতিত্বের দাবি করছেন, জনগণ একদিন তাদের প্রত্যাখ্যান করবে। ইতিহাসও তাদের স্থান দেবে না। সাংবাদিকদের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব বলেন, জুলাই আন্দোলনের সময় অনেক সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের সহায়তা করেছেন। অনেক সাংবাদিক তাদের মোটরসাইকেল ও গাড়িতে তুলে আমাকেসহ বিএনপির অনেক নেতাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

সাড়ে ৬ বছরে ঢাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১৩৮৪: রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

ঢাকায় গত সাড়ে ছয় বছরে ১৮৪৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩৮৪ জন নিহত এবং ২৪৮৮ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৭৪.৭১ শতাংশ পুরুষ, ১৫.৮২ শতাংশ নারী এবং ৯.৪৬ শতাংশ শিশু। শনিবার (১ আগস্ট) রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে ২০২০ সাল থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত রাজধানীর সড়ক দুর্ঘটনার ওপর একটি প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে ৫৯২ জন (৪২.৭৭ শতাংশ) পথচারী, ৫৩৬ জন (৩৮.৭২ শতাংশ) মোটরসাইকেল আরোহী এবং ২৫৬ জন (১৮.৪৯ শতাংশ) বাস, রিকশা, সিএনজি চালিত অটোরিকশাসহ অন্যান্য যানবাহনের চালক ও আরোহী। দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাতের সময়ই সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। মোট নিহতের মধ্যে রাতে ৫১৯ জন (৩৭.৫০ শতাংশ), সকালে ২৫৮ জন (১৮.৬৪ শতাংশ), ভোরে ১৪২ জন (১০.২৬ শতাংশ), দুপুরে ১৯৫ জন (১৪.৮

শতাংশ), বিকেলে ১৭৪ জন (১২.৫৭ শতাংশ) এবং সন্ধ্যায় ৯৬ জন (৬.৯৩ শতাংশ) নিহত হন। রাজধানীতে দুর্ঘটনায় জড়িত যানবাহনের মধ্যে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, পিকআপ, ট্যাংকার ও ময়লাবাহী ট্রাকের অংশ সবচেয়ে বেশি, ৩৩.২৫ শতাংশ। এরপর মোটরসাইকেল ২৬ শতাংশ, বাস ২১.৭৫ শতাংশ, অটোরিকশা-সিএনজি-লেগুনা ১২.৭৩ শতাংশ এবং মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার ও জিপ ৬.২৫ শতাংশ। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলছে, রাজধানীতে রাত ১০টা থেকে ভোর পর্যন্ত ভারী পণ্যবাহী যান চলাচল, বাইপাস সড়কের অভাব, দীর্ঘস্থায়ী যানজটের কারণে চালকদের অধৈর্য আচরণ এবং পথচারীদের ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাস্তা পারাপার দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এছাড়া যানবাহনের তুলনায় অপর্যাপ্ত সড়ক, একই সড়কে দ্রুত ও ধীরগতির যান চলাচল, ফুটপাত দখল, প্রয়োজনীয় ফুটওভারব্রিজের অভাব বা ব্যবহার না করা এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের অসচেতনতাও দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

ডিএমপির অভিযানে রাজধানীতে গ্রেফতার ৪৩১

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিয়মিত অভিযানে ৪৩১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সময়ে ২৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানানো হয়। শনিবার (১ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে গত ২৪ ঘণ্টায় মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের মধ্যে রমনা বিভাগ ৩৩ জন, লালবাগ বিভাগ ২১ জন, ওয়ারী বিভাগ ৪৮ জন, মতিঝিল বিভাগ ৩৪ জন, তেজগাঁও বিভাগ ৪৮ জন, মিরপুর বিভাগ ১৩৫ জন, গুলশান বিভাগ ৫১ জন, উত্তরা বিভাগ ৫৩ জন, গোয়েন্দা বিভাগ ৮ জনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের হেফাজত থেকে ৮২ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা, ৩২৫৬ ইয়াবা, ১৭৫ বোতল ফেনসিডিল, ৪৯৪.১২ গ্রাম স্বর্ণালংকার, ১টি মোটরসাইকেল, ১টি পিকআপ, ১টি বাস, ৫টি মোবাইলফোন উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান এই কর্মকর্তা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

মিয়ানমারে পাচারকালে ৪৫০ বস্তা সার জব্দ, আটক ২৩

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় পৃথক অভিযানে মিয়ানমারে পাচারের সময় ৪৫০ বস্তা ডিএপি সার জব্দ এবং ২৩ জনকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। এ সময় পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি কার্গো বোটও জব্দ করা হয়েছে। শনিবার (১ আগস্ট) সকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, শুক্রবার (৩১ জুলাই) সকাল ৭টার দিকে পতেঙ্গা থানার বহিঃনোঙ্গর এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্টগার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় সন্দেহজনক দুটি ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে ২৩ জনকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানান, মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে সারবোঝাই একটি কার্গো বোট কর্ণফুলী চ্যানেলে অবস্থান করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে একই দিন সকাল ১০টার দিকে কোস্টগার্ড বেইস চট্টগ্রাম পতেঙ্গার ১৫ নম্বর ঘাটসংলগ্ন এলাকায় আরেকটি অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের খবর জানতে পেয়ে কার্গো বোটে থাকা পাচারকারীরা পালিয়ে যান। পরে কার্গো বোটে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের ৪৫০ বস্তা (২২ হাজার ৫০০ কেজি) ডিএপি সার জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে পাচারকাজে ব্যবহৃত কার্গো বোটটিও জব্দ করা হয়। কোস্টগার্ড জানায়, জব্দ করা আলামত ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

অবশেষে চালু হচ্ছে রংপুর শিশু হাসপাতাল

নির্মাণের সাত বছর পর অবশেষে চালু হচ্ছে রংপুরের ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক শিশু হাসপাতাল। শনিবার (১ আগস্ট) সকালে হাসপাতালের আউটডোর, ইনডোর ভবন, হাসপাতালের প্রবেশ দ্বার ও অক্সিজেন প্লান্ট পরিদর্শন শেষে এ কথা জানান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখার অতিরিক্ত সচিব আরিফ আহমদ। আরিফ আহমদ বলেন, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে রংপুরসহ সারাদেশে নির্মিত শিশু হাসপাতাল উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়, জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী অচিরেই রংপুরসহ সারাদেশে নির্মিত শিশু হাসপাতাল উদ্বোধন করবেন। এ লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ২০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেটির টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ মাসের মধ্যে সকল হাসপাতালে যন্ত্রপাতি চলে আসবে। পদ সৃজনের বিষয়টি অর্থ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এটির কাজও প্রায় শেষ হয়েছে। আরিফ আহমদ বলেন, হাসপাতালে আসবাবপত্রের জন্য এরই মধ্যে টেন্ডার হয়েছে। এখন স্যাম্পল যাচাই বাছাই চলছে। আশা করছি এ মাসের মধ্যে অগ্রগতি দেখতে পারব। প্রধানমন্ত্রী দু'এক মাসের মধ্যে শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন। এর আগেই হাসপাতালের সকল কাজ শেষ হবে। প্রসঙ্গত সাত বছর আগে রংপুরের সাবেক সদর হাসপাতালের ১ দশমিক ৭৮ একর জমির মধ্যে নির্মাণ করা হয় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক শিশু হাসপাতাল। এটি নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয় ২০১৭ সালের ২১ নভেম্বর। ৩১ কোটি ৪৮ লাখ ৯২ হাজার ৮০৯ টাকার সেই কাজটি করেছে ঢাকার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মল্লিক এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স অণিক ট্রেডিং কর্পোরেশন। ভবন নির্মাণের জন্য দুই বছরের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলেও নির্ধারিত সময়ের আড়াই মাস

আগে কাজ শেষ করা হয়। এ নিয়ে গত ১৩ এপ্রিল জনবল সংকট-অর্থ বরাদ্দে আটকা রংপুরের শিশু হাসপাতালের কার্যক্রম শিরোনামে একটি নিউজ প্রকাশ করে। নবনির্মিত এই হাসপাতাল ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা সিভিল সার্জনকে ২০২০ সালের ৮ মার্চ হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু ওই বছর করোনা প্রাদুর্ভাব বাড়ায় ভবনটিকে ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

সরকার শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, তারেক রহমানের সরকার শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সরকার এই বছর শিক্ষা খাতে ২ শতাংশ বাজেটে দিয়েছেন। যেখানে গত বছর বাজেট ছিল মাত্র ২৭ হাজার কোটি টাকা। এই বছর আমরা পেয়েছি এক লাখ ৩৭ হাজার কোটি টাকা। শনিবার (১ আগস্ট) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সেন্ট্রাল ওরিয়েন্টেশনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন আগামীতে শিক্ষা খাতের বাজেট জিডিপির ৫ শতাংশ পর্যন্ত উন্নীত করবেন। আমরা চাই ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় একটি 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আন্তর্জাতিক মানের হবে। এবং সেজন্য আমরা এই বাজেট থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব। তিনি আরও বলেন, আমাদের সময় শেষ। এখন বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব তোমাদের। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাটানো এই প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। এটিই তোমাদের জীবনের মূল শক্তি ও ভিত্তি। শুধু পরিবার বা জাতি নয়, পুরো দেশ তোমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও শিক্ষার প্রসারে কাজ করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে তোমাদের শিক্ষা, গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে দেশ গড়ার প্রত্যয় নাও। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে মায়ের বুকের দুধের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, জীবনের শুরুতে মায়ের দুধ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। শনিবার (১ আগস্ট) রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ‘বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২৬’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ‘জীবনের সূচনায় মাতৃদুগ্ধ পান: টেকসই উদ্যোগ করি বেগমান’ প্রতিপাদ্য নিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান বাড়াতে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) শেখ মোমেনা মনি এবং জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ ইউনুস আলী প্রমুখ। মায়ের দুধ পানে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘মহান আল্লাহ তাআলা মায়ের দুধকে দুনিয়ার সেরা প্রোটিন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। জীবনের প্রথম চার-পাঁচ মাস একটি শিশুর বৃদ্ধির মূল উৎসই হলো মায়ের দুধ। প্রসবের পরপরই শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো অত্যন্ত জরুরি, যা প্রোটিনের সর্বোচ্চ ভান্ডার। পবিত্র কোরআনসহ সব ধর্মেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। অথচ বর্তমানে সিজারিয়ানের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া এবং সচেতনতার অভাবে অনেক শিশু শালদুধ ও মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘অতীতে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল খুব সাধারণ, কিন্তু শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও যত্ন ছিল অকৃত্রিম। বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ও বিত্তবান সমাজে শিশুদের প্রতি সেই যত্ন অনেকটাই অনুপস্থিত।’ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাম রোগীদের প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, ‘পুষ্টিহীনতার কারণে শিশুদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে। অনেক মা নিজের অপুষ্টির অজুহাত দেখিয়ে শিশুকে দুধ দেওয়া বন্ধ রাখেন, যা একেবারেই অনুচিত। অল্প বয়সে বিয়ে, অসচেতনতা এবং শিশুকে দুধ না দেওয়ার কারণেই পুষ্টিহীনতা বাড়ছে।’ বিগত দিনে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠানের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে মন্ত্রী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘গত এক বছরে গ্রামের সাধারণ মানুষকে সচেতন করার মতো কার্যকর কোনো সভা-সেমিনার করা হয়নি। এখন থেকে বার্ষিক কর্মসূচি তৈরি করে প্রতি মাসে অন্তত একটি জেলায় গিয়ে সিভিল সার্জন, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে মাতৃদুগ্ধ পানের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে এবং তা পালনে সচেষ্ট হতে হবে। এতে দেশের মানুষ সচেতন হবে এবং নিরাপদে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠতে সহযোগিতা করবে। সেইসঙ্গে কমে আসবে শিশু মৃত্যুর হার।’
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও ‘আয়নাঘরে’ রাখা হয়েছিল: চিফ প্রসিকিউটর

ভারতে পাচারের আগে বর্তমান সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকেও টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলের ‘আয়নাঘরে’ বন্দি করে রাখা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, একই স্থানে বিরোধীদল জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আহমেদ বিন আরমানকেও রাখা হয়েছিল। শনিবার (১ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর উত্তরায় র‌্যাব-১ কার্যালয়ে টিএফআই সেল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর। আমিনুল ইসলাম বলেন, টিএফআই

সেলে নির্মম নির্যাতনের ঘটনাস্থল সরাসরি দেখানোর জন্য ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের এখানে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, এটি মামলার বিচারিক কার্যক্রমের (মেমোরেন্ডাম অব ইন্সপেকশন) অংশ হিসেবে আদালতে উপস্থাপন করা হবে। এ সময় বিচারকদের সঙ্গে চিফ প্রসিকিউটর, অন্যান্য প্রসিকিউটর, মানবাধিকার সংগঠনের কর্মী গুমের শিকার পরিবারের সদস্যরা ও তদন্ত সংস্থার সদস্য এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। এসময় চিফ প্রসিকিউটর বলেন, আয়নাঘরের আলামত নষ্ট করার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। তবে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের বক্তব্য, টিএফআই সেল ২০০৫ সালে গঠিত একটি বিশেষ টিম এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে র‍্যাবের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। এদিন, টিএফআই সেল পরিদর্শন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর তিন বিচারপতি, প্রসিকিউশন টিম এবং মামলার আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। টিএফআই সেলে গুমের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় মোট ১৭ জন আসামি রয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০ জন অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তা গ্রেপ্তার আছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনার সময় তারা র‍্যাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০১.০৮.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি

নির্বাচন নিয়ে বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, প্রার্থী চূড়ান্তকরণ, কবে নির্বাচন-সব দায়িত্ব দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। শনিবার রাতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি। দলের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত হওয়া এই বৈঠকে মির্জা ফখরুল, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সেলিমা রহমান ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয় ছাড়াও দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

মধ্যস্থতার মাধ্যমে ৪৫ লাখ মামলার জট কমানো সম্ভব : আইনমন্ত্রী

কার্যকর মধ্যস্থতার মাধ্যমে দেশের আদালতে বিচারাধীন প্রায় ৪৫ লাখ মামলার জট উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। আজ রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে 'ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মধ্যস্থতা এবং দেওয়ানি মামলা পরিচালনা পদ্ধতির উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত দুই দিনব্যাপী 'আইন পেশাজীবীদের জন্য মৌলিক মধ্যস্থতা প্রশিক্ষণ' কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো দেশের দরিদ্র, প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকার এমন মানুষের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে।' তিনি বলেন, 'মধ্যস্থতাকারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শুধু আইনগত জ্ঞানই নয়, মানবিকতা, প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও আস্থাভিত্তিক সমাধান তৈরির সক্ষমতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' এ প্রসঙ্গে তিনি অংশগ্রহণকারীদের জাপানের একটি সুপরিচিত গ্রন্থ 'জাস্টিস উইথ আ স্মাইল' পড়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, 'এ ধরনের সাহিত্য মধ্যস্থতাকারীদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।' আইনমন্ত্রী বলেন, 'অনেক সময় একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে বিরোধের পক্ষগুলোর আইনজীবীরা সমঝোতায় যেতে অনাগ্রহী থাকেন। তবে বাস্তবতা হলো, দেশে ও বিদেশে অসংখ্য সফল মধ্যস্থতা ও সালিশের পেছনে আইনজীবীদেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সময়ে আইন পেশায় আলোচনাভিত্তিক বিরোধ নিষ্পত্তির একটি ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে, যা আরো সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'মধ্যস্থতা উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক একটি পদ্ধতি। পক্ষান্তরে দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়ায় বছরের পর বছর সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় হওয়ার পাশাপাশি মানুষ মানসিক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যারও সম্মুখীন হয়। তাই হত্যা বা অন্যান্য গুরুতর অপরাধ ছাড়া অধিকাংশ বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

সব বন্দর ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ এবং আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে দেশের সব বন্দর ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী।বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। ব্রিফিংয়ে মাহদী আমিন বলেন, 'বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল—চট্টগ্রাম বন্দর কিংবা ঢাকা বিমানবন্দরে আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম টোয়েন্টি ফোর সার্ভিস করা যায় কিনা। প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। সরকারের

সব দপ্তর মিলে সামনের দিনগুলোতে নিশ্চিত করবে যেন বাংলাদেশের প্রতিটি বন্দর ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারে। এর মাধ্যমে ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট আরো ফাস্ট ও ত্বরান্বিত হবে।' শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ এ বৈঠকে বেসরকারি খাতের নানা চ্যালেঞ্জ, বিদ্যমান সমস্যা ও বিনিয়োগের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। মাহদী আমিন বলেন, 'দেশে বেশ কিছু ইকোনমিক জোন, বেজা ও বেপজা রয়েছে। সেগুলোতে কিভাবে আরো বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা যায় এবং যেখানে জটিলতা রয়েছে তা কিভাবে সহজতর করা যায়, এসব নিয়ে প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টা এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানরাও সেখানে নিজেদের মতামত দিয়েছেন।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

কক্সবাজারে প্যারাসেইলিং থেকে ছিটকে পড়ে পর্যটকের মৃত্যু

কক্সবাজারের দরিয়ানগর সৈকতে প্যারাসেইলিং করার সময় আকাশ থেকে সমুদ্রে ছিটকে পড়ে অক্ষর শৌভিক রায় নামে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্যারাসেইলিং পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের দরিয়ানগর সৈকতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অক্ষর শৌভিক রায় খুলনা সিটি করপোরেশনের বানিয়াখামার এলাকার বাসিন্দা শেখর রায়ের ছেলে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বন্ধুদের সঙ্গে কক্সবাজারে বেড়াতে এসে শৌভিক ২ হাজার টাকার টিকিট কেটে প্যারাসেইলিং করেন। আকাশে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ ফুট ওপরে ওঠার পর তিনি হঠাৎ সমুদ্রে পড়ে যান। পরে কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের সঙ্গে থাকা এক বন্ধু অভিযোগ করেন, দুর্ঘটনার সময় দ্রুত উদ্ধারকাজের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঘটনাস্থলে লাইফগার্ডও ছিল না। পরে একটি স্পিডবোটের মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করা হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ আলী জানান, মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে প্যারাসেইলিং পরিচালনা এবং দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

অভিযুক্ত শেখ হাসিনাসহ ৫০, সত্যতা মেলেনি ৪৯ জনের বিরুদ্ধে

রাজধানীর মিরপুর-১০ গোলচত্বরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাকিব হোসেন নিহতের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯৮ জনের নাম ও অজ্ঞাত ১০০ জনকে আসামি করে মামলা হয়। মামলার তদন্ত শেষে শেখ হাসিনাসহ ৫০ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন | তবে ৪৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা না পাওয়ায় অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআইয়ের পরিদর্শক মো. মমিনুল ইসলাম গত ১৩ জুলাই আদালতে এ অভিযোগপত্র জমা দেন। তিনি জানান, ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শেষে সার্বিক পর্যালোচনায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঘটনার সময় মিরপুর এলাকায় ছিলেন না। কারও নাম অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এজাহারভুক্ত করা হয়েছে, এমন ৪৯ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

ঢাকা-কক্সবাজার রুটে চালু হচ্ছে আরও একজোড়া ট্রেন: রেলপথ প্রতিমন্ত্রী

চলতি আগস্ট মাসেই ঢাকা-কক্সবাজার রুটে আরও একজোড়া নতুন আন্তঃনগর ট্রেন চালু হবে বলে জানিয়েছেন রেলপথ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ। তিনি বলেন, দেশের অন্যতম আধুনিক কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশনকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর লক্ষ্যে এর পরিচালনার দায়িত্ব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে দেয়া হবে। শনিবার সকাল ১০টায় কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশন পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, পর্যটন নগরী কক্সবাজারে প্রতিনিয়ত পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। তাই চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং যাত্রীসেবা আরও আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছে। আর নতুন ট্রেন চালু হলে যাত্রীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমবে। টিকিটের চাপও অনেকটা হ্রাস পাবে। পাশাপাশি ঢাকা-কক্সবাজার রুটে ভ্রমণ আরও সহজ, আরামদায়ক ও সময়োপযোগী হবে। তিনি বলেন, কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশনকে শুধু একটি রেলস্টেশন হিসেবে নয়, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনবান্ধব রেল হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে স্টেশনটির পূর্ণাঙ্গ পরিচালনা নিশ্চিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী স্টেশনের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং যাত্রীসেবা, অবকাঠামো, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

হামের উপসর্গে আরো ৩ প্রাণহানি, আক্রান্ত ৮৭২

সারা দেশে হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গে প্রাণ গেছে ৮৪০ জনের। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, হাম উপসর্গ নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এক দিনে হাম ও হামের উপসর্গের নতুন রোগী ৮৭২ জন। ২৪ ঘণ্টায় ৭৫১ জনের শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আর হাম শনাক্ত হয়েছে ১২১ জনের

দেহে। এ নিয়ে সারা দেশে মোট হাম ও উপসর্গ থাকা রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৪৫ হাজার ২৪১ জন। এর মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগী ১৬ হাজার ১৮০। আর উপসর্গ পাওয়া গেছে ১ লাখ ২৯ হাজার ৬১ জনের শরীরে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাকিস্তানের আম উপহার

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে পাঁচ বক্স আম উপহার পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দার।বৃহস্পতিবার ঢাকার পাকিস্তান হাইকমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সৌজন্যের নিদর্শন হিসেবে একটি কূটনৈতিক নোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ উপহারের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। কূটনৈতিক নোটে উল্লেখ করা হয়, পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দার ঐতিহ্য ও সৌজন্যের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের জন্য এ আম পাঠিয়েছেন। পাকিস্তান হাইকমিশন প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে উপহারটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিফ অব প্রোটোকলের সহযোগিতা চেয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

বর্তমান সংসদের দিকে তাকিয়ে আছে ১৮ কোটি মানুষ : ভারপ্রাপ্ত স্পিকার

জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেছেন, বর্তমান সংসদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। দেশের ১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি চোখ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। মানুষ চায় সংসদ সদস্যরা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনা ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করুক। তিনি বর্তমান সংসদকে ‘মজলুমের সংসদ’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই সংসদের অধিকাংশ সদস্যই অতীতে ফাঁসির মঞ্চ, গুম, আয়নাঘর, নির্যাতন, নির্বাসন কিংবা জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন। ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের প্রায় ৯৯ শতাংশই এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছেন। যে কারণে এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও ব্যতিক্রমধর্মী একটি সংসদ। সম্প্রতি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, আপনারা জেনে থাকবেন, বর্তমান সংসদের প্রত্যেক দিনের প্রতিটি কার্যক্রম গ্রামের কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেখে। অর্থাৎ এই সংসদ ১৮ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং ১৮ কোটি মানুষের ৩৬ কোটি চোখ এই সংসদের ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, গঠনমূলক সমালোচনা, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মানুষের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ করবেন। সেটাই স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে আমরা প্রত্যাশা করি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৮.২০২৬ আসাদ)

র‍্যাব-১ কার্যালয়ে ২৯ ‘ডেথ সেল, সবাইকে বিচারের হুঁশিয়ারি

রাজধানীর উত্তরায় র‍্যাব-১ এর সদর দপ্তরে অবস্থিত গোপন বন্দিশালা বা তথাকথিত ‘আয়নাঘর’ (টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন—টিএফআই সেল) পরিদর্শন করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর তিন বিচারক এবং প্রসিকিউশন টিম।শনিবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর উত্তরায় র‍্যাব-১ সদর দপ্তরে থাকা এ গোপন বন্দিশালা পরিদর্শন করেন তারা। পরিদর্শনে ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার, সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া, চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম, প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম, প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম, ফারুক আহাম্মদ, শাইখ মাহদী, সহিদুল ইসলাম সরদার, তাসমিরুল ইসলামসহ প্রসিকিউশন টিম ও আসামিপক্ষের আইনজীবীরাও অংশ নেন। পরিদর্শনকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম জানান, এই গোপন বন্দিশালায় ‘ডেথ সেল’ নামে পরিচিত মোট ২৯টি বিশেষ কক্ষের সন্ধান মিলেছে। আয়নাঘর গড়ে তোলার পেছনে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ দায় রয়েছে এবং তৎকালীন সরকারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় তোপ ও ফ্যাসিবাদের রূপ দেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যক্তি, নেতা ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে। একই সঙ্গে আয়নাঘরের আলামত ও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার সঙ্গে যারা জড়িত, তদন্তের মাধ্যমে তাদেরও বিচারের মুখোমুখি করা হবে। পরিদর্শনকালে জানানো হয়, বিএনপি নেতা ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকেও এই বন্দিশালায় গুম করে রাখা হয়েছিল।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ.:০১.০৮.২০২৭ আসাদ)

ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৪

বগুড়ার কাহালু উপজেলায় পিকআপ ভ্যান ও পণ্যবাহী ট্রাকের সংঘর্ষে ৪ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কের নারহট্ট ইউনিয়নের বউবাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ময়মনসিংহ থেকে আসা একটি পিকআপ নওগাঁতে মাছ বিক্রি করে ফিরছিল। পথে বউবাজার এলাকায় অন্য একটি যানবাহনকে ওভারটেক করার সময় নওগাঁগামী মালবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে পিকআপটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিক-আপের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং চালক, হেলপার ও দুইজন মাছ ব্যবসায়ী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাকের চালক-হেলপার পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় নিহত চারজনই

পিকআপভ্যানের আরোহী ছিলেন। নিহতদের মধ্যে চালক, হেলপার এবং দুই মাছ ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার রাঘবপুর গ্রামের তৈয়ব আলীর ছেলে লুৎফর রহমান। পেশায় তিনি মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বগুড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক রফিকুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার পর ট্রাকের চালক ও তার সহকারী পালিয়ে যান। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ.:০১.০৮.২০২৭ আসাদ)

সুনামগঞ্জে নৌকাডুবে একজনের মৃত্যু, নিখোঁজ ৩

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে হাওরে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন তিনজন। শুক্রবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে জগন্নাথপুর পৌরসভার বৈঠাখালী এলাকায় মইয়ার হাওরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অরুণ দেবনাথ নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়।নিখোঁজ ব্যক্তিরা হলেন জগন্নাথপুরের ভবানীপুর এলাকার অধির দেবনাথ , হেমেন্দ্র দেবনাথ ও সতীন্দ্র দেবনাথ | স্থানীয়রা জানান, পৌরসভার পাশের মইয়ার হাওরপাড়ের বালুচল এলাকায় একটি বাড়িতে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভবানীপুর এলাকার কয়েকজন অংশ নেন। অনুষ্ঠান শেষে রাত তিনটার দিকে তারা ডিঙি নৌকায় করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে মইয়ার হাওরের বৈঠাখালী এলাকায় নৌকাটি ডুবে যায়। এ সময় নৌকায় থাকা কয়েকজন সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও অরুণ দেবনাথ, অধির দেবনাথ, হেমেন্দ্র দেবনাথ ও সতীন্দ্র দেবনাথ নিখোঁজ হন। পরে শনিবার সকালে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ডুবুরিরা অরুণ দেবনাথের মরদেহ উদ্ধার করেন। শনিবার সকাল থেকে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ.:০১.০৮.২০২৭ আসাদ)

ভারতে পাচারের আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও আয়নাঘরে রাখা হয়েছিল: চিফ প্রসিকিউটর

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ইতিহাসে এই প্রথম মামলার নথিপত্র আর সাক্ষীর জবানবন্দির গণ্ডি পেরিয়ে, অপরাধের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখতে র্যাবের গোপন বন্দিশালা টিএফআই সেল পরিদর্শন করেছেন বিচারপতিরা। শনিবার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারিক প্যানেল এই পরিদর্শন করেন। চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম জানান, ভারতে পাচারের আগে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও আয়নাঘরে রাখা হয়েছিল। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকেই ছাড় দেয়া যাবে না বলেও জানান তিনি। ঘুটঘুটে অন্ধকার, পুরো ভূতরে এক পরিবেশ— যেন কবরের আরেক রূপ। যেখানে দিনের পর দিন আটকে রাখা হতো নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে। করা হতো নির্মম পাশবিক নির্যাতন। প্রসিকিউশন বলছে, গুমের শিকার অন্তত ২৫০ জনের বেশি মানুষের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। এটি রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত র‍্যাব একের অধীনস্থ একটি আয়নাঘরের দৃশ্য। যেখানে গুম করে রাখা হয়েছিল বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ও বর্তমান সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আরমানসহ অনেক বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকে। শনিবার র্যাবের গোপন বন্দিশালা পরিদর্শনে আসেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তিন বিচারপতি, প্রসিকিউশন টিম, আসামিপক্ষের আইনজীবী, গুমের শিকার ভুক্তভোগীদের পরিবার। গোপন বন্দিশালা পরিদর্শন শেষে চিফ প্রসিকিউটর জানান, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে গুম ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে করার জন্যই এই পরিদর্শন। চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম বলেন, 'র্যাব-১ এর এই আয়নাঘরে মোট ২৯টি কামরা পাওয়া গেছে। এই সেলগুলোতে আটতে রেখে কাউকে কাউকে দীর্ঘদিন পরে ছেড়ে দেয়া হতো। অনেককে মেরে ফেলা হতো।' চিফ প্রসিকিউটর জানান, এই গোপন বন্দিশালার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। এর পেছনে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের দায় আছে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলেও জানান চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও আয়নাঘরে রাখা হয়েছিল এবং পরে ভারতে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। আয়নাঘরের প্রমাণ গোপনের চেষ্টা করেছিল র‍্যাবের কতিপয় সদস্য। প্রমাণ নষ্টকারীদেরও বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। গুম হওয়া আড়াইশোর বেশি মানুষের এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।' এদিকে পরিদর্শন শেষে আয়নাঘরকে অসত্য বলে দাবি করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। বিচারে স্বচ্ছতার স্বার্থে আগামী শনিবার ক্যান্টনমেন্টে ডিজিএফআই কার্যালয়ের ভেতরের জেআইসি সেল পরিদর্শন করবেন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও প্রসিকিউশন টিম।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ.:০১.০৮.২০২৭ আসাদ)

দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন। বৈঠকটি প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মূলত বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন, শিল্পখাতের বিদ্যমান সমস্যা, জ্বালানি সংকট, করনীতি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ব্যবসায়ীরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ, করব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রক জটিলতা, লজিস্টিকস, দক্ষ জনশক্তি এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি খাতের সঙ্গে নিয়মিত সংলাপ অব্যাহত রাখার এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে

সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। এছাড়া এ বৈঠকে, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যবসা সহজীকরণ, করনীতি ও শুল্কসংক্রান্ত বিষয়, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যাংকিং ও অর্থায়ন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সরকারের নীতিগত সহায়তাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ.:০১.০৮.২০২৭ আসাদ)

তারেক রহমানের আমন্ত্রণপত্রে 'প্রধানমন্ত্রী শব্দটি ব্যবহার করেনি ভারত

ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে আমন্ত্রণপত্রে 'প্রধানমন্ত্রী'শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি, 'বিমসটেকের সভাপতি'পদবি ব্যবহার করা হয়েছে। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তা এড়িয়ে যান ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে গতকাল শুক্রবার এক সাংবাদিক জানতে চান, বাংলাদেশ থেকে কিছু মন্তব্যে বলা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে তাঁর পদবি 'বিমসটেকের চেয়ার' হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে, যা তারা অপমানজনক বলে মনে করছে। তারেক রহমানকে পাঠানো আমন্ত্রণটি কেমন ছিল?' ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র প্রশ্নটির সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। তিনি জানান, ব্রিকস সামিট আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আমন্ত্রণ ও কারিগরি বিষয়ে পরে আপনাদের হালনাগাদ তথ্য দেওয়া হবে।'ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গরের চলমান বাংলাদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন করা হয় সংবাদ সম্মেলনে। প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয় এই মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁর আঞ্চলিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন কিনা বা ভারতের এই বিষয়ে জানার কোনো অনুশীলন আছে কিনা। কারণ তিনি দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার জন্য বিশেষ দূতও। উত্তরে জয়সওয়াল বলেন, এটি ওই দুই দেশের বিষয়। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে উল্লেখ করে বৈঠকে কী ধরনের আলোচনা বা মতবিনিময় হয়েছে, তা জানতে চান এক সাংবাদিক। উত্তরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান, এ বিষয়ে তাঁর কাছে তথ্য নেই। তথ্য পেলে তিনি জানাবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ.:০১.০৮.২০২৭ আসাদ)

সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে গণপরিবহনে আজ থেকে জিপিএস বাধ্যতামূলক

দেশের সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে আজ শনিবার থেকে সব গণপরিবহনে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম জিপিএস ডিভাইস সংযোজন ও সচল রাখা বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। নতুন নিবন্ধন ও ফিটনেস সনদ নবায়নের ক্ষেত্রে জিপিএস সংযোজনের প্রমাণপত্র এবং মোবাইল অ্যাপে এর কার্যকারিতা দেখাতে হবে। সরকারের এই উদ্যোগের লক্ষ্য গণপরিবহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, রুট ব্যবস্থাপনা এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, জিপিএস সংযুক্ত ও সচল না থাকলে কোনো গণপরিবহনের নতুন নিবন্ধন, ফিটনেস সনদ প্রদান বা নবায়ন করা হবে না। এ বিষয়ে পরিবহন মালিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ । বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম খান বলেন, বিভিন্ন কোম্পানির গাড়িতে জিপিএস সংযোজনের বিষয়ে এরই মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি হয়েছে। তবে আজ ১ আগস্ট থেকেই সব গাড়িতে এটি পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হবে না। এ জন্য আরো কিছু সময় প্রয়োজন। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যাবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংস্কারও করতে হবে। সুশাসনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলেই এর সুফল পাওয়া সম্ভব। বিআরটিএর চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান বলেন, নতুন কোনো গাড়ি নিবন্ধনের জন্য এলে সেটিতে জিপিএস সংযুক্ত থাকতে হবে। একইভাবে ফিটনেস সনদ নবায়নের ক্ষেত্রেও জিপিএস থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য বিআরটিএ নিজস্ব প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও তৈরি করছে, যাতে সহজেই কোনো গাড়িতে জিপিএস সংযুক্ত ও সচল রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা যায়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ.:০১.০৮.২০২৭ আসাদ)

BBC

SPAIN ATTACKS 'SELFISH' RESPONSE OF SOME EU COUNTRIES TO CEUTA MIGRANT CROSSINGS

Spain has condemned the "selfish, polarizing and unlawful" reaction of some EU countries to the influx of about 60,000 migrants from Morocco to Ceuta. Officials say almost all those who reached the enclave on 30 July have returned, while Spain's Interior Minister Fernando Grande-Marlaska said on Saturday that the death toll had risen to at least 67. It comes after Italy temporarily suspended the EU's border-free Schengen arrangement with Spain, as Prime Minister Giorgia Meloni called the scenes "shocking". Finland and Denmark backed Italy's move, while Czech Prime Minister Andrej Babis urged a temporary suspension of Spain's Schengen membership. In a letter to European Commission President Ursula von der Leyen, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez said he had "serious concerns" about

some European governments. He said the Spanish government had fully restored control over the border and prevented any "unauthorized onward movement towards continental Europe" in less than 48 hours. (BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

UEFA HAS 'LOST CONFIDENCE' IN INFANTINO'S FIFA LEADERSHIP

Uefa says it has lost confidence in Gianni Infantino's Fifa leadership as the fallout from the scrapped controversial investment plan intensifies. On Saturday, Infantino said Fifa would no longer proceed with the proposal to sell stakes in the governing body's competitions to private investors. UEFA - which governs European football - had earlier voted to boycott World Cups if the plans went ahead, and other governing bodies also voiced their opposition. On Saturday, Uefa said it welcomed the decision to withdraw the plan, describing it as "a victory for the whole game". It also accused Infantino of failing to deliver on promises, quoting a speech he gave when campaigning to become Fifa president in 2016. The fallout from the plans means Infantino is now under immense pressure as he seeks re-election for a fourth term as president at the Fifs Congress in March. "The current Fifa leadership has not only lost Uefa's confidence but also that of many other members of the football family," Uefa's statement read. (BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

ISRAELI WEST BANK SETTLER TELLS BBC ATTACKS ON PALESTINIANS ARE JUSTIFIED AS REVENGE

The Israeli settler outpost of Havat Gilad, deep inside the occupied West Bank, is spread across several hilltops, its sheds and simple block houses clearly visible from neighbouring Palestinian villages. Last weekend saw a wave of settler attacks on Palestinian villages in the area, after an Israeli security guard from Havat Gilad was killed during a confrontation between Palestinians and israelis in the village of Tal last Friday. Four Palestinians and an Israeli soldier were also killed in the incident, the original cause of which is disputed. After spending the weekend speaking to Palestinians around Havat Gilad, we drove into the outpost itself, to ask one of its residents about the violence, and the expansion of Israeli settlements in the West Bank. It is rare for an international media organization like the BBC to be allowed into these outposts. But on this occasion, Yehuda Shimon, a lawyer with an organization that represents Israelis arrested for violence against Palestinians, agreed to speak. He told me that attacks on Palestinian villages last weekend were justified as revenge for the killing of the outpost's security guard.
(BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

NINE KILLED IN STRIKES ON KYIV, AS UKRAINE SINKS RUSSIAN CONTAINER SHIP

At least nine people have been killed in Russian ballistic missile strikes on Kyiv, local officials said. A further 28 people were injured in the attack on the Ukrainian capital on Saturday morning, according to the country's State Emergency Service. Moscow has escalated deadly ballistic missile attacks on Kyiv recently, prompting President Zelensky to say that missile interceptors are urgently needed. The strikes come two days after a suspected Russian cruise missile landed in Poland during a widespread attack on Ukraine that killed at least eight people, including six members of one family. Separately, Ukrainian drones sank a Russian owned container ship in the Black Sea, Zelensky said. Kyiv's Mayor Vitali Klitschko said the capital had come under a ballistic missile attack on Saturday, with AFP reporting more than 10 explosions. (BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

RACE TO RESCUE REMAINING CLIMBERS AFTER DEADLY AVALANCHE IN PAKISTAN

Rescue teams in Pakistan are carrying out a second day of search for climbers caught in an avalanche on the world's 12th-highest summit. Among the seven still missing from the 10-person expedition on Broad Peak, on the border with China, is renowned Nepal-born climber Nirmal Purja. The operation has expanded with local Pakistani climbers volunteering, together with others from Nepal who have halted their expeditions on nearby K2. Bad weather has been hampering the search. Pakistani officials say the bodies of three climbers have been recovered. They have been named as American Mallory Geis, Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy from Oman and Pur Bahadur Gurung from Nepal. On Friday, the Alpine Club of Pakistan said several climbers had been spotted by drones but their condition was unknown. (BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

HUNDREDS ESCAPE GREEK WILDFIRE BY SEA AS BLAZES CONTINUE ACROSS EUROPE

Hundreds of people in central Greece are being evacuated by sea from a coastal town hemmed in by one of the many wildfires raging across the country. Around 500 people, mostly tourists, were left stranded after the fire broke out near Agios Vasileios in Viota on Friday and rapidly spread on strong winds, local media report. Another fire has broken out further along the coast, while firefighters continue to battle a large wildfire on the Greek island of Crete that ignited earlier this week. Greece is one of several European nations suffering devastating wildfires after a succession of heatwaves created favourable conditions for them. Firefighters in Portugal and Spain are still tackling blazes spanning thousands of hectares, with a new heatwave this week raising the risk of a massive fire near Madrid reigning. (BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

IRAN WARNS AGAINST 'FLAMES OF WAR' AMID US STRIKE THREATS ON ENERGY SITES

Iran's authorities have promised retaliation in case of threatened attacks by the United States against critical energy infrastructure, while military strikes continue across the region. "The United States is moving at an accelerating pace to fan the flames of a full-scale regional war," Major General Ali Abdollahi, head of Iran's wartime military command, said in a statement on Saturday. Addressing regional neighbours, he said the US was using their capitals, resources and infrastructure as a shield for its own interests while strengthening Israel's war machine. The warning comes in reaction to reports by major US media outlets that the US and Israel may be imminently launching an extensive wave of attacks against Iran's civilian infrastructure, including power plants and petrochemical manufacturers.
(BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

INDIA'S MODI SAYS HE FORGIVES STUDENTS WHO ABUSED HIM IN COCKROACH PROTESTS

Indian Prime Minister Narendra Modi has said he forgives students who hurled expletives at him during protests last month, describing them as "misled children" who must be shown "the right path" rather than be prosecuted and punished. The biggest political crisis of Modi's third term was caused by growing support for the youth-led Cockroach protest movement, which emerged in May after a crucial exam was voided after the questions were leaked, forcing more than two million students to resit the exam the following month. "These are misled children. Showing them, the right path is our duty. Punishing them, making them run around courts, or tormenting them in society will not change the situation," Modi said in a video posted on social media late on Friday, adding that "disgusting expletives" were targeted at him and his late mother at the protest. "It is a cultural shock to us that how can our daughters use this language," he said, before adding: "I want to forgive them."
(BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

YEMEN'S HOUTHIS DENY PLAN TO CHARGE SHIPS TRANSITING RED SEA

Yemen's Houthi rebels have denied planning to charge ships for passing through the Red Sea, saying passage through the waterway remains free. The denial came in a statement issued Saturday by the Houthi-run Humanitarian Operations Coordination Center (HOCC), which oversees vessel movement through the Bab al-Mandev Strait. It said its "safe transit service" was voluntary and free of charge, adding that anyone demanding payment for passage did not represent Yemen or the HOCC. It urged shipping companies not to make payments or share information with unauthorized parties. The statement follows a Reuters news agency report on Wednesday, citing regional sources, that the Iran-aligned Houthis were considering imposing fees on ships transiting the strait - a week after the group declared a maritime blockade on Saudi Arabia. Those sources said the idea was raised with Iranian officials during a Houthi visit to Tehran earlier in July, with Iranian advisers reportedly helping set up an authority to regulate the fees. (BBC News Web Page: 01/08/26, FARUK)

::--::THE END::--::